যোগোপনিষৎ ।

অর্থাৎ

ভগবান্ বেদব্যাসের পুত্র মহাত্মা
শুকদেবের অলৌকিক জন্ম পরি-
গ্রহ ও পিতার সহিত এবং পি
তৃপ্রেরিত সর্ব্বৈশ্বর্য্যা রম্ভার স-
হিত তাঁহার যথোচিত
কথোপকথন ।

শ্রীনীলকমল শর্ম্মপ্রণীত ।

"অনন্ত শাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং
স্বল্পশ্চ কালোবহবশ্চ বিঘ্নাঃ ।
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং
হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রং ॥

কলিকাতা ।

প্রাকৃত যন্ত্র ।

শকাব্দা ১৭৮৪

পরব্রহ্মণে নমঃ ।

ভূমিকা ।

এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান অনিত্য সংসারে অসংখ্য জীবনিকর মধ্যে জ্ঞান শক্ত্যাদি বিশিষ্টত্ব হেতুক মনুষ্যগণেরই শ্রেষ্ঠত্ব দৃষ্ট হয়, এবং সহস্র সহস্র মনুষ্যগণ মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি বহুপুণ্য প্রভাবে মুমুক্ষু হইয়া মোক্ষের সাক্ষাৎসাধন স্বরূপ যে পরমাত্ম তত্ত্ব তাহার আলোচনা করেন, পরন্তু অতি দুর্লভ এই যে মানব জন্ম, তাহা লাভ করিয়া যে ব্যক্তি পরমারাধ্য পরম পুরুষ পরমেশ্বরের পরম তত্ত্ব পর্য্যালোচনা না করে, এবং যে ব্যক্তি জিতসঙ্গ জিতাসন জিতেন্দ্রিয় জিতপ্রাণ হইয়া তাঁহার অব্যক্ত অনন্ত অক্ষর অচ্যুতভাবে সংলগ্ন না হয়, অথবা যাহারা যথার্থ আত্ম অনুসন্ধান না করিয়া, কেবল আত্মদেহ, আত্মগেহ, আত্মপুত্র, আত্মকলত্র, আত্মধন, আত্মজন, ইত্যাকার আত্মমহিমায় অহোরাত্র অনুমোদন করে, ও আত্ম অমূল্য আয়ুর অপনয়ন করে, তাহার কি সাধারণ

শোক সন্তাপ শোচ্য ? হায় ! তাহাদিগের সেই যে বাসনা তাহা বিবিধ বিষয়গ্রন্থি দ্বারা গ্রথিত প্রযুক্ত যে কি পর্য্যন্ত মলিনা হইয়াছে তাহা বক্তব্য নহে, এতএব সেই বাসনারূপ মলাকে সচ্ছাস্ত্ররূপ সলিল দ্বারা ধৌতকরা অস্মদাদি সাধারণের অতি কর্ত্তব্য, এতদ্ বিবেচনায় তৎসাধন সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সমূহ মধ্যে এই "যোগোপনিষৎ,, নামক অতিক্ষুদ্র এক খণ্ড প্রাচীন গ্রন্থ্ মূল সহ বঙ্গীয় ভাষায় প্রকটিত করিলাম, ইহাতে ভ্রমজনিত অশুদ্ধ্যাদি দোষ থাকিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা অতএব গুণজ্ঞ বিজ্ঞ ও সুজ্ঞ মহোদয়গণ সন্নিধানে বিনীতভাবে নিবেদন যেন তাঁহারা উপহাসাদি না করিয়া কৃপাবলোকনে সংশোধনে অঙ্গীকার করেন । পরিশেষে ইহাও বক্তব্য যে এই পুস্তক সঙ্কলিত হইলে আমার পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত মথুরানাথ তর্করত্ন মহোদয় ইহার সংশোধন বিষয়ে অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন । কিমধিকং বিস্তরেণালং ইতি ।

শকাব্দা ১৭৮৪ । বঙ্গাব্দা ১২৬৯ ।
তারিখ ১৫ ই শ্রাবণ ।
সাং বরাহনগর ।

শ্রীনীলকমল শর্ম্মা ।

যোগোপনিষৎ।

তত্রাশ্রম পদেরম্যে সিদ্ধগন্ধর্ব্ব সে-
বিতে। ত্রৈলোক্য বিশ্রুতে দেশে না-
নাদ্রুম সমাকুলে॥ ১॥
নানা গুল্ম সমাকীর্ণে নানা পুষ্পো-
পশোভিতে। সরোভির্ব্বিবিধাকারৈ
স্তোয়পূর্ণৈ র্মনোহরৈঃ॥ ২॥

অতি সুরম্য সিদ্ধ গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক সুসেবিত, তথা বহুরূপ প্রশস্ত পর্ণশালী পাদপ গুল্মাদি বহুরূপ প্রসূন সমূহের প্রস্ফূটনে পরিশোভিত, এবং বিবিধ বিধ মনোহর নির্ম্মল সরোবরের পূর্ণজলে হংস কারণ্ডবাদি (হংস বিশেষঃ) এবং তীরে চক্রবাক্ ও পার্শ্বস্থিত তরুগণ পরে কতরূপ বিহঙ্গকূলের সুমধুর কণ্ঠরবে, তথা শ্বেতোৎপল র-

হংসকারণ্ডবাকীর্ণৈশ্চক্রবাকোপ
শোভিতৈঃ । পক্ষিভির্বিবিধাকারৈর্নি
নাদৈর্মধুর স্বনৈঃ ॥ ৩ ॥

কহ্লারৈঃ শতপত্রৈশ্চ পদ্মৈশ্চ মধু-
রাকুলৈঃ । সেব্যতে মুনিভির্নিত্যং ব্রা
হ্মণৈশ্চ তপোধনৈঃ ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ স্তত্র সন্তিষ্ঠেৎ স ম-
হামুনিঃ । পরাশর সুতো ব্যাসো মহা-
ভারত চন্দ্রমাঃ ॥ ৫ ॥

জলোৎপন্ন স্থলোৎপন্ন দল সমূহের সৌরভে সর্ব্ব-
ক্ষণ সুখসেব্য হওয়ায়, শত শত মৌনবিশিষ্ট তা-
পস শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মনিষ্ঠ মহর্ষিগণ হৃষ্টচিত্তে প্রবিষ্টা-
নন্তর ইষ্টসাধনে নিবিষ্ট হইয়া যে আশ্রমের প্র-
তিষ্ঠা সম্বর্দ্ধন করিতেন, সেই ত্রিলোক বিখ্যাত
আশ্রম শ্রেষ্ঠ ভদ্রাশ্রমে জীবগণের মোহান্ধকার
নিবারক মহাভারত রূপ জ্যোৎস্নার চন্দ্রমাস্বরূপ
পরাশর পুত্র মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ভগবান্ বেদ-
ব্যাস অবস্থিতি করিতেন ॥ ১ ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

তস্য পুত্রো মহাযোগী বেদশাস্ত্র
পারগঃ। মায়য়াচ সগর্ভেষু
প্রতিষ্ঠতি। গর্ভস্থঃ পিতরং
ভাষ্য বচোহব্রবীৎ॥ ৬॥
শুকউবাচ। চতুরশীতি
দুঃখং নরকেষুচ। তদ্দুঃখমেক
ভুক্তং লক্ষগুণং ময়া॥ ৭॥
কুম্ভীপাকময়ং ঘোরং ন

তাঁহার পুত্র বেদ শাস্ত্রাদি সর্ব
এবং মহাযোগী হইয়াও ভগবন্মায়া
দশবৎসর মাতৃগর্ভে অবস্থিতি করতঃ
স্তর হইতে পিতা ব্যাসকে সম্বোধন
লেন॥ ৬॥

শুকদেব কহিতেছেন। চতুরশীতি
খ্যক নরককুণ্ডে যে পরিমের ক্লেশ,
গুণাতিরিক্ত ক্লেশ এক গর্ভে আমা ক
হইল॥ ৭॥

অপিচ কুম্ভিপাক নামে যে ভয়ানক নরককুণ্ড,

বিদ্যতে। পতিতোঽহং পুরাতত্র গর্ব্ভ-
বাসে ততোঽধিকং ॥ ৮ ॥

যেন গর্ভাদ্বিনিঃসৃত্য তৎ করি-
ষ্যামি যত্নতঃ। গর্ব্ভবাসং পুনর্যেন
নগচ্ছামি মহামুনে ॥ ৯ ॥

যদি তাত মুহূর্ত্তৈকং বিষ্ণুমায়া ন
সিদ্ধ্যতি। তদাহং নিঃসরিষ্যামি নান্য-
থৈকং কদাচন ॥ ১০ ॥

পতিত হইয়া আমি পূর্ব্বে যতোধিক যন্ত্র-
হইয়াছি, ততোধিক যন্ত্রণা এক এক
গর্ব্ভবাসে মৎকর্ত্তৃক বিবেচিত হইল ॥ ৮ ॥

অতএব হে মহামুনে! যে উপায়ে পুনশ্চ আর
আমার গর্ব্ভবাস না হয়, সেই নিঃসৃতোপায় অধুনা
আমি যত্ন পূর্ব্বক সাধন করিব ॥ ৯ ॥

হে পিতঃ! যদিস্যাৎ এক মুহূর্ত্তকাল বিষ্ণু
মায়া প্রকাশ না পায়, তাহা হইলে আমি গর্ব্ভ হ-
ইতে নিঃসরণ হই, তাহার অন্যথায় কখনই নিঃ-
সারিত হইব না অর্থাৎ এবম্ভূত মহামায়ামোহে

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ব্যাসঃ শোকাকুলোঽভবৎ। ত্রৈলোক্যনাথো ভগবান্ যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ ॥ ১১ ॥

বিষ্ণুমারাধ্য যত্নেন প্রার্থয়িত্বা শুভক্ষণং। ঈষত্তুষ্টো মুনি ব্যাসঃ পুনরেবাগতো গৃহং ॥ ১২ ॥

আমার জন্মে অভিরুচি নাই (১) ॥ ১০ ॥

শুকদেব মহাশয়ের এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া বেদব্যাস শোকে অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন, পরে ত্রিলোকনাথ ভগবান্ কেশব যথায় বিরাজমান, তথায় গমন করিলেন ॥ ১১ ॥

অনন্তর পরমারাধ্য পরমপুরুষ যে ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাকে পরম প্রযত্নসহকারে আরাধনা ক-

---

(১) মহাত্মা শুকদেবের এতাদৃক্ গর্ভাবস্থানে পিতার সহিত কথোপকথনে স্বেচ্ছাধীনে যে নিঃসরণ উক্তি, তাহা সাধারণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অসঙ্গত সত্য, কিন্তু তৎসম্বন্ধে সঙ্গত ছিল, কারণ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ব্রহ্মবিদ্যা প্রভাবে অর্থাৎ যোগবলে তিনি তত্তৎশক্তি লব্ধ হইয়াছিলেন। যথা, "নাস্তি যোগাৎ পরং বলং"।

তস্মিন্ শুভেক্ষণে ভূতে বিষ্ণুমায়া বিবর্জ্জিতঃ। গর্ভাদ্বিনিঃসৃতঃ শুক স্তৎক্ষণাদ্গন্তুমুদ্যতঃ ॥ ১৩ ॥

বেদশাস্ত্রাগমাদীনি কাব্যানি বিবিধানি চ। শুকইব পঠেদ্যস্মাৎ শুক নাম্না ভবেত্তদা ॥ ১৪ ॥

রিয়া শুভক্ষণ প্রার্থনা পুরঃসর তত্রাতে ঋষিবর সন্তোষিত হইয়া পুনরায় গৃহে আগমন করিলেন ॥ ১২ ॥

অনন্তর সেই শুভলগ্ন হইলে পর বিষ্ণুমায়া কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওত শুকদেব মহাশয় মাতৃগর্ভ হইতে বিনির্গত হইয়াই তৎক্ষণাৎ গমনোদ্যত হইলেন ॥ ১৩ ॥

নিখিল বেদশাস্ত্র আগম শাস্ত্র এবং কাব্যশাস্ত্রাদি প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্র শুকপক্ষীর ন্যায় পাঠ হেতুক শুক নাম হইল (২) ॥ ১৪ ॥

---

(২) মহাত্মা ব্যাস পুত্র শুকদেবের সর্ব্বশাস্ত্র শুকপক্ষীবৎ পঠন হেতুক যে শুক নাম কল্পনা, তাহা নিতান্ত বিরুদ্ধ বিন্যাস নহে, কারণ সে সামান্য শুক নহে অর্থাৎ

ততঃ সংস্পৃশ্য চরণৌ পিতুর্ব্বচনমব্রু-

পশ্চাৎ অলৌকিকজন্মা মহাত্মা শুকদেব স্বীয়

তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা এবং বেদবক্তা ও সর্ব্বজ্ঞ, কেবল অ-
ভিসম্পাত হেতুক তাঁহার পক্ষীর আকার মাত্র প্রাপ্তি
হইয়াছে। অপিচ কলিশেষে ভগবান্ কল্কি পরশুরামের
বাক্যে ভগবান শঙ্কর হইতে সেই শুককেই প্রাপ্ত হইয়া
কলি নিগ্রহাদি করিবেন, ইহা কল্কিপুরাণে স্পষ্ট প্রকা-
শিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ দ্বিজবরগণের দৈবশক্তি অপরা-
পর পুরাণেও বিশেষ রূপে দৃষ্ট হইতেছে অর্থাৎ মার্কণ্ডেয়
পুরাণে বিখ্যাত অরিষ্টনেমি নামক পক্ষীর পুত্র পক্ষি
রাজ গরুড়াদির বংশ। যাহারা দেবদানব ভয়দায়ক দৈ-
ত্য রাক্ষসাদির প্রাণ অনায়াসে ধ্বংস করিত, অপিচ
ইহাও উক্ত পুরাণে প্রসিদ্ধ আছে যে, মহর্ষি বেদব্যাসের
শিষ্য মহামুনি জৈমিনির ভারত শাস্ত্রে কোন সংশয় উ-
পস্থিত হইলে তিনি তচ্ছেদনার্থ মুনিবর মার্কণ্ডেয় সন্নি-
ধানে গমন করেন। তাহাতে তিনি তৎকালীন কোন ব্যা-
পারে ব্যাপৃত প্রযুক্ত স্বয়ং কথনে অশক্ত হইয়া বিন্ধ্যগিরি
গহ্বর বাসি সর্ব্বশাস্ত্রার্থদর্শী পক্ষীচতুষ্টয় (তার্ক্ষী নাম্নী
পক্ষিণীর গর্ব্ভে দ্রোণ হইতে ইহাঁদিগের জন্ম হয়, নাম
পিঙ্গাক্ষ, অবরোধ, সুপুত্র, সুমুখ) সন্নিকট গমনের আ-
দেশ করেন। তখন ত্রিলোকগুরু ভগবান্ তব নিকটস্থ
পক্ষী বিশেষের যে এরূপ দর্শন এবং দ্বৈপায়ন পুত্রের
তৎসহ যে এরূপ দৃষ্টান্ত তাহা কোনক্রমে অসঙ্গত নহে।

বীৎ। রাগদ্বেষৌ পরিত্যজ্য শ্রূয়তাং তাতমেবচ ॥ ১৫ ॥

সংসারে বিবিধেবর্ত্তে দৈময়া দৃষ্টাঃ সহস্রশঃ। মাতরঃ পিতরশ্চৈব বান্ধবাশ্চপ্যনেকশঃ ॥ ১৬ ॥

আগতোহং গতশ্চৈব তির্য্যগ্যোনিমনেকধা। ভ্রাম্যমানশ্চ তত্রাহং জলজন্তুর্ঘটে যথা ॥ ১৭ ॥

পিতা মহর্ষি বেদব্যাসের চরণযুগল ধারণপূর্ব্বক কহিলেন হে পিতঃ! রাগদ্বেষাদি অর্থাৎ মৎপ্রতি পুত্রস্বভাবে অনুরাগ এবং তাহার ব্যতিক্রমে বৈষম্যভাব ইত্যাদি ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া যথার্থ দর্শনে আমার শ্রবণ করুণ ॥ ১৫ ॥

এই স্বপ্নতুল্য সংসারে অনেকানেক জনক জননী এবং কতমত বন্ধু বান্ধব সহস্র সহস্র ভেদ রূপে মৎকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইল ॥ ১৬ ॥

আমি অনেক প্রকার তির্য্যগ্যোনি অর্থাৎ পশুপক্ষ্যাদি পাপ যোনি প্রাপ্ত হইয়া তত্তৎযোনি

প্রাপ্তোঽথ মানুষং লোকং কর্ম্মভূমিষু দুর্লভং। স্বর্গসোপানমেকন্তু বেদশাস্ত্রৈরধিষ্ঠিতং ॥ ১৮ ॥

পূর্ব্বমাসমহং স্বর্গে অপ্সরোগণ সেবিতঃ। নক্ষত্রৈস্তারকৈশ্চৈব দীপ্যমানশ্চ রশ্মিভিঃ ॥ ১৯ ॥

অপ্সরোভির্বৃতশ্চাহং গন্ধর্ব্বগণ

ভ্রমণ করতঃ অধুনা পুণ্যযোনিতে আগত হইয়াছি। যেমন ঘটস্থিত জলজন্তু ঘটমধ্যে বহুকাল ভ্রমণ করিয়া কষ্টে ঊর্দ্ধগত হয়, তাহার ন্যায় ॥১৭॥

বেদশাস্ত্রাদি দ্বারা নির্ণীত এক স্বর্গের সোপানরূপ যে দুর্ল্লভ মানব জন্ম, তাহা এই কর্ম্মক্ষেত্রে আমি লাভ করতঃ অপ্সরগণ কর্ত্তৃক সেবিত ও নক্ষত্র (অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি) তারাগণ (ক্ষুদ্র নক্ষত্রাদি) এবং দীপ্তিবিশিষ্ট যে শশীসূর্য্যকিরণ, তদ্দ্বারা শোভিত হইয়া পূর্ব্বে স্বর্গেতে অবস্থিত ছিলাম ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

তৎকালে আমি অপ্সরগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত ও

সেবিতঃ। তত্রভোগ্যং ময়াভুক্তং ম-
নসা যদভীপ্সিতং ॥ ২০ ॥

ভুক্তোহঞ্চ ততঃ স্বর্গাদ্ভূতে জাত
স্তপঃক্ষয়ে। পুনঃকীট পতঙ্গেষু তির্য্য-
গ্যোনি গতেষু চ ॥ ২১ ॥

সিংহ ব্যাঘ্র বরাহেষু মার্জার মহি-
ষেষু চ। গোঅশ্বাশ্বপরাণ্যেষু বিবিধে-
ষপি দেহিষু ॥ ২২ ।

গন্ধর্ব্বগণ কর্তৃক সেবিত হইয়া সেই সুখকর স্বর্গে মনোভিলষিত ভোগ্য সকল ভোগ করিলাম ॥ ২০॥

পরে তৎকারণরূপ যে আমার সুকৃতি, তাহা ভোগ সহকারে কালে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে আমি স্বর্গ হইতে পরিচ্যুত হইয়া পুনর্ব্বার কীট পতঙ্গ বিহঙ্গাদি যোনি প্রাপ্ত হইলাম ॥ ২১ ॥

তৎপরে সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ বিড়াল অশ্ব গো মহিষ এবং অন্য অন্য বিবিধ দেহে দেহীভাবে বদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিলাম ॥ ২২ ॥

নরকেষু চ ঘোরেষু পচ্যমানোহংপা-পুরা। ছিন্নোহং বিবিধৈঃ শস্ত্রৈ যমদূতৈর্মহাবলৈঃ॥ ২৩॥

ঘোর সংসার ভীতোহহং রোগ শোকৈঃ প্রপীড়িতঃ। জন্মমৃত্যুমহ-ক্লেশং যমদ্বারে নিরন্তরং॥ ২৪॥

কিমনেন করিষ্যামি জরামরণভী-রুণা। অধ্রুবেণ শরীরেণ মৃত্যু পূর্ব্বানু-বর্ত্তিনা॥ ২৫॥

আমি পূর্ব্বকালে ভয়ঙ্কর নরককুণ্ডে পতিত ও দগ্ধীভূত হইয়া মহাবল পরাক্রান্ত যমদূতগণ কর্ত্তৃক বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রাদি দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হই-য়াছি। ২৩।

অদ্ভুত আমি এই ভয়াবহ সংসারে ভীত হ-ইয়া রোগ শোকাদি দ্বারা প্রপীড়িত প্রযুক্ত যম দ্বারে নিরন্তর জন্মমৃত্যুরূপ যে ক্লেশ তাহা পাই-তেছি। ২৪।

অতএব জরা মরণ ভয়ভীত এই ভাবী ধ্বংশ

ময়া সর্ব্বমিদং দৃষ্টং ত্রৈলোক্যং সচরাচরং। স্বর্গাদ্ভ্রষ্টে তু সংসারে সংসারান্নরকেঽপি চ॥ ২৬॥

বিধিনা রচিতে কূপে মোহদারুণ সংকুলে। মায়াপাশ সমাকীর্ণে সংসার গহনে বনে॥ ২৭॥

বিষ্ণুনা যোজিতে যন্ত্রে ক্ষুৎপি-

বিশিষ্ট যে অনিত্য দেহ, এতদ্দ্বারা আমি কি করিব! অর্থাৎ অশাশ্বত অনুষ্ঠানে আর আমার অভিরুচি নাই॥ ২৫॥

এই চরাচর ত্রিলোকী মধ্যে প্রায় যাবতীয় জীব আমা কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইল, তাহারা সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মবিপাকে স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া সংসারে ও সংসার হইতে নরক গমন করিতেছে॥ ২৬॥

এই সংসাররূপ নিবিড় কাননে ঘোর মোহাচ্ছন্ন এবং মায়ারূপ রজ্জু দ্বারা বেষ্টিত যে কূপ তাহা বিশ্বস্রষ্টা বিধাতা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইল॥ ২৭॥

অপর আদি পুরুষ ভগবান্ বিষ্ণু কর্ত্তৃক নি-

পাশা সমাকুলে। রোগ শোক ভয়ানথে
গচ্ছন্তি পশবোঽব্যয়াঃ ॥ ২৮ ॥

যে পুনস্তাত তত্ত্বজ্ঞাঃ পণ্ডিতাঃ সম-
দর্শিনঃ। সংসার রৌরবং ঘোরং দূ-
রতো বর্জ্জয়ন্তিতে ॥ ২৯ ॥

যোজিত যে যন্ত্ররূপ দেহ, তাহা ক্ষুধা তৃষ্ণাদি যুক্ত
এবং রোগ শোক ভয়াদি অনিষ্ট জনক, অতএব এ-
বম্ভূত বিনশ্বর যে সাংসারিক কূপ, তাহাতে অনশ্ব
রত্ন জ্ঞানবিশিষ্ট যে সকল পশু, তাহারাই গমন করে
অর্থাৎ এবম্বিধ দোষ সংশ্লিষ্ট সংসারে অজ্ঞ পশুর
ন্যায় জনগণেই ভ্রমণ করে. বিবেকী জ্ঞানীগণে নহে ॥২৮

পিতঃ! যাঁহারা পরমাত্ম জ্ঞান প্রভাবে তত্ত্বং
তত্ত্ব অবগত হয়েন, তাঁহারাই সুপণ্ডিত এবং সকল
প্রাণি সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি হেতুক সমদর্শী যোগী
তাঁহারা এই ভয়ানক সংসাররূপ যে রৌরব নরক
তাহা দূরে পরিত্যাগ করেন, অর্থাৎ সাধুগণের
মধ্যে যদি ইহা সাধারণের পরিহার্য্য হইল, তখন
আর তাহা মৎপরিহার জন্য শোক করা আপন-
কার উচিত হয় না ॥ ২৯ ॥

আভাস।

শুকদেব মহাশয়ের সংসার নিরাকৃতি এতদ্ধর্ম্মার বচন শ্রবণ করিয়া, বেদব্যাস মহাশয় তৎ-নবৃত্তোপায়ভূত বাক্যে তাঁহাকে নিবদ্ধ করিতে-ছেন।

ব্যাস উবাচ।

যৎকিঞ্চিন্মন্যসে পুত্র তৎসর্ব্বং নিষ্ঠুরং বচঃ। যদাধর্ম্ম বিনির্ম্মুক্তং ধর্ম্মাধর্ম্ম বচঃ পরং ॥ ৩০ ॥

দুঃখিতা পুত্র তে মাতা দুঃখিতো-হহং পিতা তব। অধর্ম্মোয়ং মহাঘোরঃ কুতস্তে ধর্ম্মসাধনং ॥ ৩১ ॥

বেদব্যাস কহিতেছেন হে পুত্র! সংসার ত্যাগ সংকল্পে যে সকল বাক্য তুমি উক্তজ্ঞানে কহি-তেছ তৎসমস্ত নিতান্ত নির্দ্দয়, কারণ ধর্ম্ম কর্ত্তৃক কথিত ধর্ম্ম অধর্ম্ম মধ্যে যাহা ধর্ম্ম (পিতৃ মাতৃ পরিসেবন) তাহা তোমার বার্থ বোধে অতিক্রম করা উপযুক্ত নহে ॥ ৩০ ॥

অপিচ হে পুত্র। যাহার গর্ব্বে তুমি দ্বাদশ

আভাস।

ভগবান্ বেদব্যাসের ইত্যুক্তি শ্রবণে শুকদেব মহাশয় গল্পচ্ছলে পূর্ব্বজন্মগত বৃত্তান্ত কহিতে-ছেন।

শুক উবাচ।

কথাং মে শ্রূয়তাং তাত যদ্দৃষ্টং পূর্ব্বজন্মনি। অস্তি দেশে মহারণ্যে নগরো বীজপূরকঃ ॥ ৩২ ॥

তস্য পশ্চিম দিগ্ভাগে নদীচন্দ্রা-

বৎসর অবস্থিত ছিলে, তোমার সেই গর্ভধারিণী জননী যদি অতীব দুঃখিতা হইল এবং আমি যে তোমার জন্মজনক যদি আমাকেও দুঃসহ দুঃ-খিত করিলে, তখন এইত তোমার মহদ্ভয়জনক অধর্ম্ম, অতএব ধর্ম্মসাধন কোথায় ? ॥ ৩১ ॥

শুকদেব কহিতেছেন হে তাত ! পূর্ব্ব জন্মে যাহা মৎকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে তাহা শ্রবণ করুন, মহারণ্য দেশে বীজপূরক নামক এক নগর আ-ছে ॥ ৩২ ॥

তাহার পশ্চিম পার্শ্বে অতি মনোরমা চন্দ্রা-

বতী শুভা। তন্নদী পশ্চিমে তীরে কা-
ননং চন্দ্রশেখরং ॥ ৩৩ ॥

ব্যাধোঽহং তত্র গচ্ছামি মৃগান্বেষী
দ্বিজোত্তম। মৃগং হত্বা মৃগং নীত্বা
বিক্রীণামীঽজীবিতং ॥ ৩৪ ॥

পুনস্তত্রৈব গচ্ছামি নিত্যং তাত ন
সংশয়ঃ। বিচরামি বনং সর্ব্বং চাপা-
হস্তঃ শনৈঃ শনৈঃ ॥ ৩৫ ॥

বতী নাম্নী স্রোতস্বতি বহমানা আছে এবং সেই
স্রোতস্বতীর পশ্চিম ভাগে চন্দ্রশেখর নামে কোন
কানন আছে ॥ ৩৩ ॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! সেই কানন মধ্যে আমি মৃগ
লুব্ধ ব্যাধ হইয়া মৃগান্বেষণার্থ গমন করি এবং
মৃগাদি দৃষ্ট হইলে হনন পূর্ব্বক আনয়ন করিয়া
বিক্রয়াদি দ্বারা যাহা কিছু প্রাপ্ত হই, তদ্দ্বারা
জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করি ॥ ৩৪ ॥

হে পিতঃ ! এইরূপে ঐ অরণ্য মধ্যে আমি
প্রতিদিন গমন করতঃ ধনুর্ব্বাণ ধারণ পুরঃসর কিং-

বটবৃক্ষাশ্রমেরণ্যে দৃষ্টশ্চ পুরুষো ময়া। আচার্য্যো ব্রাহ্মণঃ শিষ্যং পাঠয়েৎ পুস্তকান্তরং ॥ ৩৬ ॥

দৃষ্ট্বা শ্রদ্ধান্বিতোভূত্বা সানন্দ হর্ষ পূরিতঃ। শ্রুতঞ্চ সর্ব্বতত্ত্বার্থং নির্গতো বিটপান্তরে ॥ ৩৭ ॥

সংশয় প্রায় সমস্ত বনই ক্রমে ক্রমে পরিভ্রমণ করি ॥ ৩৫ ॥

একদা দৈববোগে উক্ত অটবীস্থ কোন রমণীয় বটবৃক্ষাশ্রমে এক জন আচার্য্য ব্রাহ্মণ আমা কর্তৃক দৃষ্ট হইল, তিনি নিজ প্রিয়তর শিষ্যকে সমস্ত শাস্ত্রাদির সারভূত যে আত্মতত্ত্ব, তাহা উপদেশ করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥

ইহা মৎকর্তৃক দৃষ্ট হইলে, আমি শ্রদ্ধাযুক্ত এবং আনন্দানুভবে হর্ষে পরিপূর্ণ হইয়া শাখ পল্লবাদির অন্তরালে প্রবিষ্ট হইলাম, এবং সেই অভিজ্ঞ আচার্য্য কথিত সমস্ত সারতত্ত্বার্থ অর্থাৎ আত্মস্বরূপ যে সূক্ষ্ম ব্রহ্মভাব তাহা শ্রবণ করিলাম ॥ ৩৭ ॥

পাপপুণ্য বিচারস্য মায়া মোহস্য কারণং। বন্ধ মোক্ষ প্রভেদঞ্চ তত্র সর্ব্বং শ্রুতং ময়া॥ ৩৮॥

অপর পাপ (পরপীড়ন, পরস্ত্রীগমন, ও বিধি নিষেধাদি অতিক্রমণ) পুণ্য (পরোপকার, বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র মান্যকরণ ও তদনুগমন) উৎপত্তি বিচার এবং মায়ামোহের কারণ নির্ণয় ও বন্ধ ("আমি আমার" ইত্যাকার দেহে অহং বুদ্ধি) মোক্ষ (স্থূল সূক্ষ্ম দেহাদি ও গুণ গুণকর্ম্মাদি অভাবে যে অনির্ব্বাচ্যভাব স্বতঃ প্রদীপ্ত) ইত্যাকার পৃথক্ ভেদাদি সমস্ত তথায় আমা কর্ত্তৃক শ্রুত হইল॥৩৮॥

আভাস।

এইরূপ শুকদেব মহাশয় পূর্ব্ব জন্মে অপূর্ব্ব প্রারব্ধ বশতঃ উক্ত কাননে মহাত্মা আচার্য্য কর্ত্তৃক পরম গুহ্য পরমাত্মসার যে পরম হংস ধর্ম্ম, তাহা প্রচ্ছন্নভাবে প্রাপ্ত হইয়া অখণ্ড বিবেক বলে ত্রিলোক তৃণ জ্ঞান করতঃ যেরূপে প্রব্রজ্যায় প্রবেশ

করিয়াছিলেন এবং যে পুণ্য প্রভাবে ঋষিগণাগ্রগণ্য মহর্ষি বেদব্যাসের পুত্রত্ব লাভ করিয়া জগন্মান্য জগদীশ পদ লব্ধ হইয়াছিলেন, তাহাই সংক্ষেপে কহিতেছেন।

নষ্টে পাপচয়ঃ সর্বস্তমঃস্সূর্য্যোদয়ে যথা। তৎক্ষণাৎ কার্ম্মুকং ত্যক্ত্বা সাষ্টাঙ্গ পতিতো ভুবি॥ ৩৯॥

অনন্তর উক্ত জ্ঞান আমার বিশেষরূপে উপলব্ধি হইলে, যেমন সূর্য্যোদয়ে তমোরাশি বিনষ্ট হয়, তাহার ন্যায় আমার সমস্ত পাপপুঞ্জ প্রনষ্ট হইল এবং আমি তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইয়া ধনুর্ব্বাণাদি দূরে পরিত্যাগ করতঃ গুরুচরণ সন্নিধানে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইলাম॥ ৩৯॥

আভাস।

সেই বিজন বনমধ্যে শুকদেব মহাশয়ের তদবস্থ সন্দর্শনে অভিজ্ঞ আচার্য্য অকস্মাৎ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার অদৃষ্টকে বহু করিয়া মানিলেন এবং নীচজন্মগত দেখিয়াও তাঁহার অদ্ভুত

বৈরাগ্যে বশীকৃত হওত যে, প্রসন্নতা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাই কহিতেছেন।

আশীর্ব্বাদ প্রসাদশ্চ প্রাপ্তঃ শ্রীগুরু-প্রসাদতঃ। পুত্রদারাদিকং গেহং ব্যাধত্বং ত্যজিতং ময়া ॥ ৪০ ॥

ভিক্ষাশীন ময়া ভুত্বা গুরোরাজ্ঞানুপালিতা। তেন সংকল্পণা তাত বিমুক্তোহহং ভবার্নবাৎ ॥ ৪১ ॥

তেন পুণ্য প্রভাবেন দ্বিজত্বং বিদ্যয়াসহ। ব্রহ্মজ্ঞানং ময়া লব্ধং কিং করোমি মহামুনে ॥ ৪২ ॥

তৎপরে গুরুদেবের শ্রীচরণ প্রসাদাৎ তাঁহার প্রসন্নতারূপ প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া স্ত্রী পুত্র গৃহাদি সহ ব্যাধধর্ম্ম আমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইল ॥ ৪০ ॥

অনন্তর আমি দেহ নির্ব্বাহমাত্রোপযোগী ভিক্ষাভোগী হইয়া গুরুর আজ্ঞা পালন করিলাম, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অনুভবরূপ যে অব্যয় যোগ তাহাতে অভিনিবেশ করিলাম। হে পিতঃ। সেই সং-

আভাস।

এই সত্যবৎ অসত্য সংসারে জীবগণের যত দূর দুর্লভ তাহা দর্শাইতেছেন।

দুর্লভং মানুষং জন্ম কুলে জন্ম সুদুর্লভং। দুর্লভং জ্ঞান রত্নঞ্চ ঘোরে চাত্র মহার্ণবে॥ ৪৩॥

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা শুকস্য চ মহা-

কর্ম্ম দ্বারা আমি এই সংসারসাগরে নিষ্কৃতি পাই-লাম॥ ৪১॥

অপিচ সেই অব্যয় সাধনারূপ পুণ্য প্রভাবে বিদ্যার সহিত এই দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব আমার লাভ হইল অতএব হে মহামুনে! ইহাতে আমি কি করিব অর্থাৎ মিথ্যা সকল যদি আমার মিথ্যাই উপলব্ধি হইল এবং সত্য যাহা তাহাতেই যদি আমি সর্ব্বক্ষণ সংলগ্ন রহিলাম, তখন আর আমার বিধিনিষেধ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য শঙ্কা কি?॥ ৪২॥

এই মহার্ণবরূপ ভয়ঙ্কর দুস্তর সংসারে মানব জন্ম অতি দুর্লভ, তাহাতে যে সৎকুলে (দ্বিজ-কুলে) জন্ম তাহা অতিশয় দুর্লভ এবং তদুপরি

মুনিঃ। অশ্রুপূর্ণ নয়নোদুঃখী আসনাৎ পতিতোভুবি ॥ ৪৪ ॥

পরাশর সুতোব্যাসো বেদশাস্ত্রার্থ পারগঃ। বিষ্ণুমায়া সমাশ্রিত্য পুত্র-শোকেন মূর্চ্ছিত॥ ৪৫ ॥

আবার যে জ্ঞানরূপ মহারত্ন লাভ, তাহা কি প-র্যাস্ত সুদুর্লভ তাহা বক্তব্য নহে ॥ ৪৩ ॥

মহামুনি বেদব্যাস শুকদেব মহাশয়ের ইত্যা-কার বচন শ্রবণ করিয়া নেত্রে বাষ্পপূরিত ও দুঃ-খিত হইয়া আসন হইতে অবনীতলে পতিত হই-লেন ॥ ৪৪ ॥

বেদশাস্ত্রাদি পারদর্শী এবং তাহার যথার্থ ত-ত্ত্বজ্ঞ পরাশর পুত্র ভগবান্ বেদব্যাস, বিষ্ণুমা-য়াকে আশ্রয় করিয়া পুত্র শোকেতে মূর্চ্ছিত হই-লেন ॥ ৪৫ ॥

আভাস।

ক্ষণকাল পরে বেদব্যাস মহাশয় সংজ্ঞা লাভ করিয়া সস্নেহবাক্যে সন্তানকে সান্ত্বনাচ্ছলে স্বকীয় ঐশ্বর্য্য দর্শাইতেছেন।

ব্যাস উবাচ।

কথং পুত্র পরিত্যজ্য মাতরং পিত-রঞ্চ মাং। গন্তুমেবং গন্তু কামোসি ন ধার্য্য জীবিতং ময়া॥ ৪৬॥

যদি গচ্ছসি মাং পুত্র অবমুচ্য তপোবনং। প্রাণ ত্যাগং করিষ্যামি নাস্তি মে জীবিতে ফলং॥ ৪৭॥

বেদব্যাস কহিতেছেন। হে প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্র। মাতা পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কি প্রকারে পথে পথে প্রবাসে প্রবর্ত্ত হইতেছ তদ্দর্শনে যে আমার জীবন ধারণ হয় না॥৪৬॥

হে অঙ্গজ। যদি একান্তই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি তপোবনে গমন কর, তাহা হইলে আমি প্রাণত্যাগ করিব, আর আমার প্রাণ ধারণে ফল কি?॥ ৪৭॥

আভাস।

শুকদেব মহাশয় স্বকীয় পিতা বেদব্যাস মহাশয়ের কাতরোক্তি শ্রবণে এবং অধৈর্য্যতা সন্দর্শ-

নে, নিখিল উপাধির অসত্যতা ও নশ্বরতা দর্শা-
ইয়া স্বাভিলাষ অভিযোগ করিতেছেন ।

শুকউবাচ ।

পিতৃমাতৃসহস্রাণি পুত্রদারা শতা-
নি চ । জন্ম জন্ম মনুষ্যাণাং কস্য বা
কুত্র বান্ধবাঃ ॥ ৪৮ ॥

অহংজাতস্ত্বয়া জাত ময়াজাতস্ত্বমে
বহি । সুতৈশ্চ পিতরোজাতা মোহ-
মায়া বিমোহিতা ॥ ৪৯ ॥

শুকদেব কহিতেছেন । মাতা পিতা স্ত্রী পু-
ত্রাদি সম্বন্ধ যদি মনুজগণের সহস্র সহস্র শত শত
অভিনবরূপে প্রতিজন্মে সংঘটিত হইল, তখন
আর কে কাহারবন্ধু বান্ধব অর্থাৎ যথার্থ দর্শনে
দর্শন করিলে কেহকাহার কেহই নহে ॥ ৪৮ ॥

অধুনা আমি তোমা হইতে জন্মিয়াছি এবং
তুমিও পূর্ব্বে কোন কালে আমা হইতে জন্মিয়াছ,
এইরূপ পুত্রগণ হইতে পিতৃগণের জন্ম, এবং পি-
তৃগণ হইতে যে পুত্রগণের জন্ম, তাহা শুদ্ধ মোহ
মায়া বিমুগ্ধতা ধর্ম্মেই হয় ॥ ৪৯ ।

পরাশরো মহাতেজা তপোরাশিঃ পিতাতব। সোপি মৃত্যুবশং প্রাপ্তঃ কা-বার্ত্তা মদ্বিধেষু চ ॥ ৫০ ॥

আভাস।

অধুনা মহর্ষি রাজর্ষ্যাদির নাম সংক্ষেপে পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ করতঃ কালধর্ম্ম -দর্শাইতে-ছেন।

অগস্ত্য ঋষ্য শৃঙ্গশ্চ ভৃগুরঙ্গিরসস্তথা। তেপি মৃত্যুবশং প্রাপ্তা অনিত্যে কা-গতির্মম ॥ ৫১ ॥

তোমার পিতা ভগবান্ পরাশর যিনি মহা-তেজস্বী এবং তপস্বী তিনিও মরণের বশবর্ত্তী অ-র্থাৎ যখন তাঁহারও কায় কালে কালের গ্রাস হই-ল তখন আর মৎসদৃশ ব্যক্তির কথা কি ? ॥ ৫০ ॥

অগস্ত্য, ঋষ্যশৃঙ্গ, ভৃগু এবং অঙ্গিরস প্রভৃতি মহর্ষিগণ যখন মৃত্যুর বশতাপন্ন হইয়াছেন, তখন আর আমার এই অনিত্য শরীরের গতির কথা কি ? ॥ ৫১ ॥

মার্কণ্ডেয়ো ভরদ্বাজো বাল্মীকি মু-
নিপুঙ্গবঃ। তেপিমৃত্যু বশং প্রাপ্তা অ-
নিত্যে কাগতির্মম ॥ ৫২ ॥

মাণ্ডব্যোগালবশ্চৈব শাণ্ডিল্যো
মুনিরেবচ। তেপি মৃত্যুবশং প্রাপ্তা অ-
নিত্যে কাগতির্মম ॥ ৫৩ ॥

দুর্ব্বাসা কশ্যপশ্চৈব গোপালো
গোলকস্তথা। তেপিমৃত্যুবশং প্রাপ্তা
অনিত্যে কা গতির্মম ॥ ৫৪ ॥

মার্কণ্ডেয়, ভরদ্বাজ এবং বাল্মীকি প্রভৃতি
মুনিবরগণ যখন মৃত্যুর বশম্বদ হইয়াছেন, তখন
আর আমার এই অনিত্য শরীরের গতির কথা
কি? ॥ ৫২ ॥

মাণ্ডব্য, গালব, শাণ্ডিল্য প্রভৃতি মুনিগণ যখন
কালধর্ম্মের বশীভূত হইয়াছেন, তখন আর আ-
মার এই অনিত্য শরীরের গতির কথা কি? ॥ ৫৩ ॥

দুর্ব্বাসা, কশ্যপ, গোপাল এবং গোলক প্রভৃ-
তি মুনিগণ যখন মরণের বশতাপন্ন হইয়াছেন,

যমশ্চ যাজ্ঞবল্কশ্চ যমদগ্নিস্তথৈবচ।
এতেচান্যেচ ঋষয়ঃ সর্ব্বে মৃত্যু পথং
গতাঃ ॥ ৫৫ ॥

অধঃশিরা উর্দ্ধপাদো বায়ু ভক্ষো-
মু ভোজিনঃ। তেপি মৃত্যু বশং প্রাপ্তা
অনিত্যেকা গতির্মম ॥ ৫৬ ॥

রাজা বেনৃধকুমারো ধর্ম্মপুত্র পুরূ-

তখন আর আমার এই অনিত্য শরীরের গতির
কথা কি ? ॥ ৫৪ ॥

যম, যাজ্ঞবল্ক, এবং যমদগ্নি ও অন্য অন্য
ঋষিগণ তাঁহারা সকলেই মৃত্যুর পথকে প্রাপ্ত হই-
য়াছেন ॥ ৫৫ ॥

অধমাঙ্গ উর্দ্ধ এবং উত্তমাঙ্গ অধঃ এইরূপ লম্ব-
মান তীব্রব্রতীগণ ও বারি আহারিগণ এবং বায়ু
ভোক্তাগণ, তাঁহারা সকলেই যখন মৃত্যুর বশবর্ত্তী
হইয়াছেন, তখন আর আমার এই অনিত্য শরী-
রের গতির কথা কি ? ॥ ৫৬ ॥

বেনুধকুমার রাজা, ধর্ম্মের পুত্র পুরূরবা রাজা,

রবাঃ। রঘুদশরথশ্চৈব ততস্তৌ রাম ল-
ক্ষ্মণৌ ॥ ৫৭ ॥

নহুষশ্চ দিলীপশ্চ নানা নৃপ বিচ-
ক্ষণাঃ। কৌরবা পাণ্ডবাশ্চৈব সর্ব্বে মৃত্যু
পথং গতাঃ ॥ ৫৮ ॥

অন্ধকো মহিষশ্চৈব কংসো বাণা-
সুরস্তথা। হিরণ্যকশিপুশ্চৈব প্রহ্লাদশ্চ
তথৈবচ ॥ ৫৯ ॥

এবং সূর্য্যবংশীয় রঘুরাজা, দশরথ রাজা তথা ম-
হারাজা রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণাদি তাঁহারা সকলেই
মৃত্যুর পথকে প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৫৭ ॥

এইরূপ সূর্য্যবংশীয় দিলীপাদি ও চন্দ্রবংশীয়
নহুষাদি প্রভৃতি অনেকানেক বিজ্ঞ বিচক্ষণ ভূপা-
লগণ তথা কুরুকুলোদ্ভব রাজা দুর্য্যোধনাদি ও
পাণ্ডু রাজপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরাদি তাঁহারা সকলেই
মৃত্যুর পথকে প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৫৮ ॥
অন্ধক, মহিষ, কংস এবং বাণাদি অসুরগণ তথা
হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদাদি দৈত্যগণ তাঁহারা স-
কলেই মৃত্যুর পথকে প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৫৯ ॥

পুরন্দর পুরশ্চৈব সর্ব্বে মৃত্যুপথং গতাঃ। ইন্দ্রশ্চ বরুণশ্চৈব কুবেরশ্চ তথৈবচ ॥ ৬০ ॥

যক্ষাশ্চৈবাথ গন্ধর্ব্বাঃ সর্ব্বেচ যমকিঙ্করাঃ। দৈত্যাশ্চ দানবাশ্চৈব সর্ব্বে মৃত্যু পথং গতাঃ ॥ ৬১ ॥

সুগ্রীবশ্চ মহাতেজা স্তথাবালি মহাবলঃ। মহাবল মহাতেজা হনুমাংশ্চ তথৈবচ ॥ ৬২ ॥

নলশ্চ জাম্বুবাংশ্চৈব সুসেনশ্চাঙ্গদ

পুরন্দর, পুর, ইন্দ্র, বরুণ এবং কুবেরাদি সকলেই মৃত্যুর পথকে প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৬০ ॥

যক্ষগণ, গন্ধর্ব্বগণ, দৈত্যগণ এবং দানবগণ, ইহারা সকলেই যমকিঙ্কর অর্থাৎ মৃত্যুর অধীন রহিয়াছেন ॥৬১ ॥

মহাবল পরাক্রান্ত বানররাজ বালি এবং মহাতেজা সুগ্রীব, তথা মহাবলী মহাতেজী হনুমান ও নল, জাম্বুবান, সুসেন, অঙ্গদাদি প্রভৃতি মহা মহা

তথা। অপরা বানরাবীরাঃ সর্ব্বে মৃত্যু পথং গতাঃ ॥ ৬৩ ॥

বুহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্তাঃ সর্ব্বে লোকাশ্চরাচরাঃ। ত্রৈলোক্যেতং ন পশ্যামি যোভবেদজরামরঃ ॥ ৬৪ ॥

বীর বানরগণ, সকলেই মৃত্যুর পথকে প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥

এই চরাচরাখ্য অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা অবধি কীট পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীপুঞ্জমধ্যে, একজনও এমত দৃষ্ট হয় না যে সে অজর এবং অমর ॥ ৬৪ ॥

আভাস।

সম্প্রতি শুকদেব মহাশয় জন্মমৃত্যুরূপ সংসার সাগর উত্তীর্ণ সংকল্পে যে নির্ম্মায় পৃথ্বীতে অবতীর্ণ হইয়া সত্যাশ্রমে দৃঢ়ব্রতী হইয়াছেন, তাহাই বেদব্যাস মহাশয়কে স্পষ্টরূপে কহিতেছেন।

সত্যধর্ম্ম সমুৎপন্নঃ প্রস্থানে প্রস্থি তোঽধুনা। সংসারার্ণবভীতোঽহং গন্তুকামোন সংশয়ঃ॥ ৬৫॥

এবং নিরাকৃতো ব্যাসঃ শুকেনৈব মহাত্মনা। পুত্র শোকেন সন্তপ্তো গতঃশীঘ্রং সুরালয়ং॥ ৬৬॥

সুরনাথং সমভ্যর্চ্চ্য রম্ভাস্যোদায় তৎক্ষণাৎ। আগতো ভগবান্ ব্যাসঃ পুত্র স্নেহাগ্নিজ্বালয়ং॥ ৬৭॥

আমি সত্যধর্ম্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়া সংসার সাগরে শঙ্কিত প্রযুক্ত অধুনা নিঃসংশয় প্রব্রজ্যাশ্রমে প্রবৃত্ত হইয়াছি॥ ৬৫॥

মহাত্মা শুকদেবের এতাবৎ বাক্য শ্রবণে বেদব্যাস মহাশয় নিরস্ত হইয়া পুত্রবিচ্ছেদ শোকে কাতর এবং অস্থির হওত অতি শীঘ্র অমরাবতী নগরী যাত্রা করিলেন॥ ৬৬॥

পরে সুররাজ ইন্দ্রের উপাসনা করতঃ তৎক্ষণাৎ রম্ভা নাম্নী অপ্সরাকে সমভিব্যাহারে লইয়া

আভাস।

সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ সর্ব্বগুণসম্পন্ন সত্যব্রতী স্তুত ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ, সদ্যঃপ্রসূত অথচ দ্বাদশবর্ষীয় স্বকীয় সন্তানের চিত্ত বিকৃত করণের অন্য উপায় না দেখিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী স্বর্গবধূ রম্ভাকে আনয়ন পূর্ব্বক তন্নিকটে প্রেরণ করিলেন, অর্থাৎ পুত্রকে কোনরূপে গার্হস্থ্যাশ্রমী করণাভিলাষে রসিকা রম্ভাকে আশু সুখজনক রসের হাব ভাব কটাক্ষে তাঁহার বিবেকভ্রষ্ট করণে আদেশ করিয়া স্বয়ং গুপ্তগতি অবলম্বন পূর্ব্বক অনুগমন করিতে লাগিলেন। অন্তঃ রম্ভা সমীপবর্ত্তিনী হইলে সূর্য্যসম তেজো পূর্ণবিবেকী ত্রৈলোক্য তৃণদর্শী ভগবান্ শুকদেব নিজ আনন্দে আবিষ্ট হইয়া এইরূপ কহিতে লাগিলেন।

শুকউবাচ।

সংসার ঘোরে সঙ্কজে সদাকুলে শোকান্তরে দুঃখ নিরন্তরান্তরে। মোক্ষা

পুত্র স্নেহে ভগবান্ বেদব্যাস পুনরায় নিজালয়ে আগমন করিলেন॥ ৩৭॥

শুকদেব কহিতেছেন॥ সর্ব্বদা রোগাদি আ-

ন্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনং ॥ ৬৮ ॥

ততঃ সা শুকমাসাদ্য রম্ভা বচনমব্রবীৎ ।

রম্ভোবাচ ।

বসন্তমাসে কুসুমৌঘ সংকুলে বনান্তরে পুষ্প নিরন্তরান্তরে । কামান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনং ॥ ৬৯ ॥

কুলিত এবং দুঃখ শোকাদি অন্তর্ভূত এবম্ভূত যে ভয়ানক সংসার, তাহাতে জন্মিয়া যে পুরুষ মোক্ষের মধ্যগত উপাসনা না করিল অর্থাৎ অধ্যাত্মযোগে নির্ম্মল ব্রহ্মে অবস্থিত না হইল, তাহার জীবন বৃথা অর্থাৎ সে পশুপ্রায় তাহাকে ধিক ॥ ৬৮ ॥

তদনন্তর ধর্ম্মাত্মা শুকদেব গোস্বামীর এতদ্বাক্য শ্রবণে রসবতী রম্ভা ভঙ্গীক্রমে কহিতেছেন

রম্ভা কহিতেছেন । বসন্তমাস সমাগমে নানাবিধ পাদপ সমূহ বিকশিত কুসুমরাজি বিরাজিত হইলে নিরন্তর সুগন্ধি পরিপূরিত কানন মধ্যে যে

উত্তুঙ্গ পীনস্তনবর্ত্তুলান্তরং মুক্তাবলিহার বিভূষিতান্তরং। স্তনান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনং ॥ ৭০ ॥

আভাস।

সত্য ধর্ম্মাক্রান্ত পরমশান্ত শুকদেব গোস্বামি স্বর্বেশ্যা রম্ভার এতাদৃক্ বাক্‌চাতুরী রসমাধুরী শ্রবণে মনে মনে তুচ্ছজ্ঞানে হাস্য করতঃ স্বকীয় ভাব গভীরভাবে ব্যক্ত করিতেছেন ॥

শুকউবাচ।

মায়া বিমোহ ক্ষয়কার কান্তরং নেত্রান্তরং ধ্যান নিমীলিতান্তরং। যোগা

পুরুষ কাম কাতরা কামিনীর কামনা পূর্ণ না করিল, তাহার জীবন বৃথা ॥ ৬৯ ॥

উচ্চ অথচ স্থূল এবং মুক্তাহার শ্রেণি সংযোগে সমুজ্জ্বল এমন যে কুচমণ্ডল তাহা যে পুরুষ প্রাণধারণে প্রীতমনে পরিসেবন না করিল তাহার জীবন বৃথা ॥ ৭০ ॥

শুকদেব কহিতেছেন। মায়া ও তৎকার্য্যরূপ

ন্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে বৃথান্তরং
তস্য নরস্য জীবনং ॥ ৭১ ॥

আভাস।

সত্যনিষ্ঠ ভগবান্ শুকদেবের এতন্নিষ্ঠ বচন শ্রবণে রম্ভা নিজ ইষ্টসাধনে পুনশ্চ চেষ্টা করি-তেছেন ॥

রম্ভোবাচ।

লোলীকৃতং কর্জ্জল রঞ্জিতান্তরং
দীর্ঘং বিশালং নয়নান্তরান্তরং। নেত্রা
ন্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে বৃথান্তরং
তস্য নরস্য জীবনং ॥ ৭২ ॥

বিমোহাদির যে অবান্তর কৌশল, সেই কৌশলে কল্পনাশূন্যমনে ধ্যানে মুদিত নয়নে যে মূর্দ্ধি গতি, এতদ্ গতিরূপ যে যোগ তাহা যে পুরুষ এই পা-ঞ্চভৌতিক পুরমধ্যে অবস্থিতি করিয়া অনুষ্ঠান না করিল, তাহার জীবন বৃথা ॥ ৭১ ॥

রম্ভা কহিতেছেন। কর্জ্জল দ্বারা ঈষৎ রঞ্জিত এবং চঞ্চলযুক্ত ও বৃহৎ অথচ বিস্তীর্ণ এমন যে

কস্তূরিকা কুমকুম চর্চ্চিতান্তরং
কেয়ূর ভূষাদি বিভূষিতান্তরং। ভুজা-
ন্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে বথান্তরং
তস্য নরস্য জীবনং ॥ ৭৩ ॥

আভাস।

সভ্য ভারতসুত ভগবান্ শুকদেব গোস্বামি
ছল কারিণী রম্ভার এতচ্ছলনার্হ বাক্য শ্রবণে আত্ম
অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন।

শুকউবাচ।

নৈপশুন্য হীনং বিজনেষু ভোজনং
বৃক্ষে নিবাসং ফলমূল ভক্ষণং। তপো-

নয়নান্তর্গত ভঙ্গি অর্থাৎ নেত্রের বক্রগতি তাহা যে
পুরুষ দর্শনেদর্শনসাৎ না করিল তাহার জীবন
বৃথা ॥ ৭২ ॥

কস্তুরী কুমকুমাদি সুগন্ধি দ্রব্যে পরিমার্জ্জিত
এবং কেয়ূরাদি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত এমন যে ভুজ-
লতাযুগল, তদ্দ্বারা যে পুরুষ পরিবেষ্টিত না হইল
তাহার জীবন বৃথা ॥ ৭৩ ॥

বনং যঃ পুরুষো ন সেবতে বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনং ॥ ৭৪ ॥

ভীতে ক্ষুধার্ত্তে বিকলান্তরান্তরে রোগাভিভূতে সুখদুঃখিতান্তরে। দয়ান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনং ॥ ৭৫ ॥

শুকদেব কহিতেছেন। পরনিন্দাদি কলহ বিহীন জনশূন্য স্থানে ভোজন, ও বৃক্ষমূলে, পর্ণকুটে বাস, এবং বনফল মূলাদি ভক্ষণ, এতাদৃক্ সম্পত্তি সম্ভোগ সহযোগে যে পুরুষ তপোবনের পরিসেবা না করিল তাহার জীবন বৃথা ॥ ৭৪ ॥

ভয়েতে ক্ষুধাতে পীড়িত প্রযুক্ত নিরন্তর বিহ্বল হইয়াছে অন্তর যাহার তাহারে, এবং রোগাদি দ্বারা কাতর হইয়াছে যে তাহারে, ও ক্ষণিক যে সুখ দুঃখাদি তদন্তর বিশিষ্ট যে তাহারে, যে পুরুষ দয়া বিতরণ না করিল অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের দুঃখাদি দূর না করিল তাহার জীবন বৃথা ॥ ৭৫ ॥

আভাস।

শুকদেব মহাশয়ের ভাব ভ্রষ্ট করণে সমুৎ-স্থকা হইয়া রঙ্গিণী রম্ভা রঙ্গরসে লজ্জাকে বিস-র্জ্জন করিয়া, কথন অযোগ্য যে সমস্ত বাক্য তা-হাই কহিতেছেন।

রম্ভোবাচ।

লবঙ্গ কর্পূর সুবাসিতান্তরং তাম্বূল রক্তোষ্ঠ বিভূষিতান্তরং। মুখান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনং ॥ ৭৬ ॥

গভীর নাভি ত্রিবলী কৃতান্তরং শ্রোণ্যন্তরং মেখল মণ্ডিতান্তরং।

রম্ভা কহিতেছেন। লবঙ্গ কর্পূরাদি সদ্গন্ধ যুক্ত তাম্বূল দ্বারা রক্তিমাবর্ণ অধর পল্লবে পরম প্রভাবিশিষ্ট হইয়াছে যে মুখচন্দ্র, সেই মুখচন্দ্র পীযূষ যে পুরুষ পান না করিল তাহার জীবন বৃথা ॥ ৭৬ ॥

ত্রিবলী সহযোগে শোভিত যে গভীর নাভি, এবং চন্দ্রহারাবলি সংযোগে বিভূষিত যে শ্রোণি-

যোন্যন্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে বৃথা-
ন্তরং তস্য নরস্য জীবনং ॥ ৭৭ ॥

আভাস।

পরাশর তনয়াত্মজ ভগবান্ শুকদেব গোস্বামি
রম্ভার এতাদৃক্ ব্যভিচার বাক্ভঙ্গি শ্রবণে বিরক্ত
না হইয়া বরং মহত্ত্বগুণে নিখিল বেদ বেদান্তের
সারভূত যে নিজ নিগূঢ়ভাব তাহাই ক্রমে ব্যক্ত
করিতেছেন।

শুকউবাচ।

ওঁ কার মূলং পরমং পদান্তরং
গায়ত্রি সাবিত্রি সুভাষিতান্তরং। বে-
দান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে বৃথান্তরং
তস্য নরস্য জীবনং ॥ ৭৮ ॥

তত্র, এতদ্যুক্ত এমন যে যোষামুদ্রা, তাহা যে পুরুষ
পুরুষার্থ বোধে সম্ভোগ না করিল তাহার জীবন
বৃথা ॥ ৭৭ ॥

ওঙ্কারই হইয়াছেন মূল অর্থাৎ আদিকারণ
আর পরম যে তুরীয়ভাব তাহাও মোক্ষপদ, এবং

শব্দান্তরং মুক্তি নিরাকৃতান্তরং ত-
ত্ত্বান্তরং নীতি নিরন্তরান্তরং। শাস্ত্রা
ন্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে বৃথান্তরং
তস্য নরস্য জীবনং॥ ৭৯।

গায়ত্রী সাবিত্রী সুন্দর কথিত যন্মধ্যবর্ত্তী এমন যে
বেদান্তর্গত মর্ম্ম, তাহা যে পুরুষ পৌরুষজ্ঞানে গ্র-
হণ না করিল তাহার জীবন বৃথা॥ ৭৮॥

জ্ঞান বাক্যাদি যন্মধ্যস্থ ও মুক্তি নিশ্চয়ীকৃত
এবং পরমার্থযুক্ত তথা নীতি নিরন্তর অন্তর্ভূত এমন
যে অনুত্তম শাস্ত্র তাহার যথার্থ তাৎপর্য্য পরিগ্রহ
যে পুরুষ না করিল তাহার জীবন বৃথা॥ ৭৯॥

আভাস।

মহামতি শুকদেব মহাশয়ের মহতীগতি সন্দ-
র্শনে রূপ যৌবন মদগর্ব্বিতা রম্ভা গর্ববাণী-বি-
ন্যাস পূর্ব্বক মহান্তগণের দৃষ্টান্ত সহযোগে আত্ম-
পথের প্রাধান্য প্রদর্শন করাইতেছেন অর্থাৎ প্র-
কারান্তরে এইরূপ পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তি জন্মাইতে-
ছেন।

রম্ভোবাচ।

যে চ ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়ঃ শৌনকাদয়ঃ। জ্যোতীরূপা মহাসিদ্ধা স্তৈস্তৈর্নার্য্যঃ সুসেবিতা॥ ৮০॥

স্ত্রী মুদ্রাং মকরধ্বজস্য জয়িনঃ সর্ব্বার্থ সম্পাদিনীং। যে মোহাদবধীরয়ন্তি কুধীয়ো মিথ্যাফলান্বেষিণ। তে তেনৈব নিহত্য নির্ভরতয়া লঘ্বীকৃতা মুণ্ডিতাঃ। কেচিৎ পঞ্চ শিখিবৃতাশ্চ জটিলঃ কাপালি কাশ্চাপরে॥ ৮১॥

রম্ভা কহিতেছেন। ব্রহ্মাদি প্রভৃতি দেবগণ এবং শৌনকাদি প্রভৃতি মহর্ষিগণ যাঁহারা শত সূর্য্যসম প্রভা বিশিষ্ট ও মহাসিদ্ধ অর্থাৎ ব্রহ্ম জ্ঞানে জীবন্মুক্ত তাঁহারাও অম্লান মনে মনোরমা মহিলাগণের মনোমত সেবা সম্পাদন করিয়াছেন॥ ৮০॥

ত্রিভুবন বিজয়ী কন্দর্পের সর্ব্বার্থ অনুকূল কারিণী যে কন্দর্পকূপ, তাহার রসানুভব না ক-

আভাস।

পরমার্থদর্শী পরম ভাগবত শুকদেব মহাশয় ব্রহ্মার এতাদৃশ বাক্য উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধ দৃষ্টে প্রকৃতবাক্যে ভৎর্সনা করতঃ প্রতিবাক্যে পরাজয় করিতেছেন।

শুকউবাচ।

এতান্ পশ্যসি নির্ম্মলান্ সুতিল-

রিয়া যাহারা অজ্ঞান জন্য অবজ্ঞা বা ঘৃণা করে তাহারা মন্দ বুদ্ধি অর্থাৎ নির্ব্বোধ ও মিথ্যাফল অন্বেষণ কারী, এবং সেই হেতুক তাহারা সর্ব্বফলে বঞ্চিত হইয়া কুমতি আশ্রয় করতঃ ক্ষুদ্র ভাবে প্রকাশ পায়, এইরূপ পঞ্চশিখি ব্রতীগণ [পঞ্চ অগ্নিকুণ্ড যথোচিত প্রজ্বলিত করিয়া তন্মধ্যস্থলে যে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়] জটাধারীগণ এবং কাপালিকগণ (তান্ত্রিকাচারানুসারে নরকপাল লইয়া যাহাদিগের কর্ম্ম আচরিত হয়) ইহারা সকলেই সুখাবহ বস্ত্র বিনষ্ট করতঃ অসুখদ বস্ত্র অনর্থ অবলম্বন করিয়া কুৎসিত ভূষায় বিভূষিত হইয়া থাকে ॥ ৮১ ॥

কান্ মুক্তাবলি মণ্ডিতান্, নৈব পশ্যসি পূতিক ব্রণমুখং দুর্গন্ধি দোষান্বিতং নানা মূত্র পুরীষ দোষ বহুলং বস্ত্রেণ সংবেষ্টিতং, নারী নাম নরস্য মোহন পদং স্বর্গস্য মার্গার্গলং ॥ ৮২ ॥

অমেধ্য পূর্ণে কৃমিজাল সংকুলে স্বভাব দুর্গন্ধি বিনিন্দিতান্তরে। কলেবরে মূত্র পুরীষ ভাবিতে রমন্তি মূঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ৮৩ ॥

শুকদেব কহিতেছেন। এই সমস্ত ঘৃণা নিন্দার্হ পদার্থকে তুমি এত সুনির্ম্মল সুসুন্দর মুক্তালঙ্কারাদিযুক্ত কেবল ইহাই দৃষ্টি করিতেছ, কিন্তু সমল ক্ষত দ্বার বিশিষ্ট দুর্গন্ধ দোষক্ষেত্র এবং বিবিধ মলমূত্রাদিলিপ্ত বহু দোষান্বিত বস্ত্রাচ্ছাদিত এমন যে নরগণের মোহকারিণী নারী, যাহারা স্বর্গ পথের প্রতিরোধিনী খিলস্বরূপ হইয়াছে, তাহা কি তোমার দৃষ্টি সত্ত্বেও দৃষ্টি হইতেছে না ॥ ৮২ ॥

যাহা অস্পৃশ্য অপবিত্র দ্বারা পরিপূর্ণ, ও কৃমি-

আভাস।

ভগবান্ শুকদেব পুনর্ব্বার বিশেষরূপে শরী-রের দোষ দর্শাইয়া কহিতেছেন।

ব্রণ মুখমিব দেহং পূতি চর্ম্মাবনদ্ধং
ক্রিমিকুল শতপূর্ণং মূত্র বিষ্ঠানুলেপং।
বিগত বহুরূপং সর্ব্ব ভোগাধি বাসং ধ্রুব
মরণ নিমিত্তং কিন্তু মোহপ্রসক্ত্যাঃ ॥ ৮৪।

কুল দ্বারা অভিব্যাপ্ত, এবং স্বাভাবিক দুর্গন্ধে নি-তান্ত নিন্দিত, ও বিষ্ঠামূত্রাদি মিশ্রিত, এবম্ভূত যে কলেবর তাহাতে মূর্খ অজ্ঞানীগণেই আসক্ত হইয়া রমণ করে, কিন্তু বিবেকী জ্ঞানীগণে কোন ক্রমেই নহে অর্থাৎ তাঁহারা তাহাতে সততই বিরক্ত হ-য়েন ॥ ৮৩ ॥

এই নব দ্বার বিশিষ্ট যে দেহ ইহা ব্রণনং ক্ষত মুখাদি সংশ্লিষ্ট এবং দুর্গন্ধচর্ম্মাক্লিষ্ট, ও শত শত ক্রমিকুলে পরিপূরিত, আর মলমূত্রাদি লেপিত, ও বাল্যাদি বহুরূপজাত তথা শুভাশুভ সর্ব্বভোগা-স্পদ যুক্ত, এবম্ভূত এমন যে এই শরীর, ইহা অ-

আভাস।

নারীরূপ নরকে নিপতিত হইলে যে কি পর্য্যন্ত নিষ্পীড়িত হয় তাহা শুকদেব মহাশয় স্বার্থপরা রম্ভাকে অবগত করতঃ অপ্রতিভ করিতেছেন।

শুকউবাচ।

ইদমেব ক্ষয় দ্বারং নপশ্যাসি কদাচন। ক্ষীয়ন্তে যত্র সর্ব্বাণি যৌবনানি ধনানিচ॥ ৮৫॥

শুকস্য বচনং শ্রুত্বা নিষ্ঠুরং চাতিনিস্পৃহং। সাথ লজ্জা পরারম্ভা প্রযযৌ শক্র সন্নিধৌ॥ ৮৬॥

বিদ্যা প্রসঙ্গাধীন নিশ্চয় মরণের নিমিত্তই উৎপাদিত হইয়াছে॥ ৮৪॥

এই কামিনীরূপ কুহকে কামকেলি যে আত্মবিনাশের এক অদ্বিতীয় পথ, তাহা কি তোমার কুটিল নেত্রে ক্ষণকালের জন্য লক্ষ্য হয় না, যাহার প্রবাহেতে যৌবন এবং ধনাদি সমস্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে॥ ৮৫॥

তস্যাং গতায়াং রম্ভায়াং ব্যাসঃ সত্যবতী সুতঃ। পুনরুবাচ বচনং শুকং স্নেহ সমাকুলঃ ॥ ৮৭ ॥

ব্যাসউবাচ।

বন বাসে মহদ্দুঃখং ন গন্তব্যং দ্বিজোত্তম। মশকে দংশ বহুলে কথং তত্র চরিষ্যসি ॥ ৮৮ ॥

অনন্তর মহাত্মনাঃ শুকদেব মহাশয়ের এতৎ স্পৃহা শূন্য দুরূহ বাণী শ্রবণে, সর্ব্ববল্লভা রম্ভা লজ্জাপরায়ণা হইয়া সুরনাথ সন্নিধানে প্রস্থান করিলেন ॥ ৮৬ ॥

রূপসী রম্ভা এইরূপে তথা হইতে অন্তর্হিতা হইলে সত্যবতী সুত ভগবান্ বেদব্যাস পুত্রস্নেহাসক্তচিত্তে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া, পুনশ্চ প্রতিরোধবাক্যে শুককে শান্ত্বনা করিতেছেন ॥ ৮৭ ॥

বেদব্যাস কহিতেছেন। হে বৎস! বনবাস অত্যর্থ কষ্টজনক অতএব তাহাতে গমন করা তোমার কোনরূপে উচিত হয় না, যেহেতুক যথায়

ধর্ম্মোমাতা পিতাচৈব ধর্ম্মো বন্ধু মহামুনে। ধর্ম্মো গৃহাশ্রমে বাসো নান্যো ধর্ম্মো বিধীয়তে ॥ ৮৯ ॥

মশক দংশকাদি এবং হিংস্রক পশ্বাদি নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে, তথায় হেপুত্র! তুমি কিরূপে বিচরণ করিবে ॥ ৮৮ ॥

হে মহামুনে! মাতাই ধর্ম্ম অর্থাৎ গর্ভধারিণী যিনি, তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম স্বরূপা, একারণ তাঁহার শুশ্রূষাদি ভক্তিসহকারে সাধন করাই ধর্ম্ম, এবং জন্মদাতা পিতা সাক্ষাৎ ধর্ম্ম স্বরূপ, এজন্য তাঁহার সেবা সপর্য্যাদি সর্ব্বতোভাবে সম্পাদনই ধর্ম্ম, ও বন্ধু বান্ধবাদির সম্যক্ প্রকারে উপকারই ধর্ম্ম, তথা সর্ব্ব ধর্ম্মান্তভূর্ত যে গৃহাশ্রম, তদাশ্রয়ে বাসই ধর্ম্ম, এই সমস্তই ধর্ম্ম এতদ্ভিন্ন আর অন্য ধর্ম্ম সংসার ধর্ম্মে অবধারিত নাই ॥ ৮৯ ॥

আভাস।

অধুনা বেদব্যাস মহাশয় নিজ অভিমত ধর্ম্মাদি রুচ্যর্থ শুকদেব মহাশয়কে কহিতেছেন।

যত্র প্রাণ বধোনাস্তি যত্র সত্য বচো-দয়া। যত্রাত্মানি গৃহে দৃষ্টো ধর্ম্মোময়ি সরোচতে ॥ ৯০ ॥

জপোধর্ম্ম স্তপোধর্ম্ম স্তথা দেবার্চ্চনাদিকং। অহিংসা পরমো ধর্ম্ম এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ৯১ ॥

যে ধর্ম্মে প্রাণী হিংসা নাই এবং সত্য বাক্যাদি ব্যবহৃত হয়, ও দয়া থাকে, অপর যে ধর্ম্মে আত্মাকে গৃহে বসিয়া আত্মাতেই দৃষ্ট হয়, এমন যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম, অতএব তাহাতেই আমার অভিরুচি হয় ॥ ৯০ ॥

জপ (মন্ত্র বা দেবনামাদির পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ বা স্মরণ) পরায়ণ হওয়াই ধর্ম্ম, এবং তপঃ (বিধিবৎ ঈশ্বরারাধনা) নিষ্ঠ হওয়াই ধর্ম্ম, তথা দেবার্চ্চনাদি (সাকার বিশিষ্ট দেবদেবীগণের বিবিধ উপচারে উপাসনা) রূপ ধর্ম্ম আর অহিংসারূপ যে পরমধর্ম্ম ইহাকেই বেদে সনাতন ধর্ম্ম কহিয়াছেন ॥ ৯১ ॥

আভাস।

পুনশ্চ বেদব্যাস মহাশয় সাংসারিক নীতি বাক্যে শুকদেব মহাশয়কে প্রবোধ দিতেছেন।

প্রথমেহধ্যানং কুর্য্যাদ্ দ্বিতীয়ে সঞ্চয়ন্তথা। তৃতীয়ে সন্ততিং কুর্য্যাচ্চতুর্থে চ বনং ব্রজেৎ॥ ৯২॥

নারী স্বর্গঃ সুখং স্বর্গঃ স্বর্গস্তাম্বূল ভক্ষণং। ইহৈব খলু তে স্বর্গঃ পশ্চাৎ স্বর্গং গমিষ্যসি॥ ৯৩॥

সংসারে জন্মিয়া প্রথমতঃ বিদ্যা উপার্জ্জন করিবে দ্বিতীয় উদ্যমে ন্যায়বান্ হইয়া ধনোপার্জ্জন ও সঞ্চয়ন করিবে, এবং তৃতীয়কালে দারপরিগ্রহ করিয়া সন্তানাদি উৎপাদন করিবে, পরে চতুর্থাবস্থায় বানপ্রস্থাশ্রম লইয়া বনপ্রবেশ করিবে॥ ৯২॥

সুভাগা যে স্ত্রী সেই স্বর্গ এবং সুখাবহ উৎসবে সতত যে আনন্দ সেও স্বর্গ, ও আয়াস অভাবে পরিতোষ চিত্তে যে তাম্বূলাদি চর্ব্বণ তাহাও স্বর্গ, অতএব হে প্রিয়তম পুত্র! আদৌ এই সমস্ত

আভাস।

বেদব্যাস মহাশয়ের প্রলোভ বচন শ্রবণ করিয়া শুকদেব মহাশয় তাহাতে দোষারোপ করিতেছেন অর্থাৎ মনুষ্যগণের মুক্তির প্রতিরোধক স্বরূপ যে ভোগাদি তাহা বিশেষরূপে কহিতেছেন (৩।

শুকউবাচ।

সা সর্বগুণা পরম কৌতুক দানিতের কন্দর্প দর্প বিজয়ায় বর প্রদানং। না-

---

সাংসারিক স্বর্গ উপভোগ কর, পশ্চাৎ পর স্বর্গ অনায়াসে লভ্য হইবেক অর্থাৎ আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে তোমার ইহ স্বর্গ সম্ভোগ জন্য পরত্রীয় বৈগুণ্যাদির কোন শঙ্কা নাই ॥ ৯৩ ॥

শুকদেব কহিতেছেন। ভ্রূণাদি দোষ সংদূষিত

---

(৩) মুক্তিপ্রতি নরাণাঞ্চ ভোগঃ পরমবন্ধনং ॥ নারী-শয্যাসনং বস্ত্রং ধনমন্য বিভূষণং। তাম্বূলভক্ষ যানানি রাজৈশ্বর্য্য বিভূতয়ঃ ॥

ইহার বিস্তার শিব সংহিতার পঞ্চম পটলাদ্যে প্রাপ্ত হইবেন।

বাপ্যতে পিতৃ ঋণং পরিবারিতেব লো-
কস্য লোচন সুখায় বিকল্পিতেব ।। ৯৪ ।।

যস্য ধর্ম্মস্য মাহাত্মং প্রত্যক্ষমিব
দৃশ্যতে। আত্মানং কুরুতে তত্রে সর্ব্বস্য
জগতঃ প্রিয়ং ।। ৯৫ ।।

অতোবক্ষ্যাম্যহং তাত অনিত্যং

প্রযুক্ত অত্যন্ত অস্পৃশ্য এবং অপবিত্র হইয়াছে যে
স্ত্রী, তাহাকেই আপনি কন্দর্প দর্প পরাজয় জন্য
উৎকৃষ্ট উৎসব করিয়া মানিতেছেন, এবং পিতৃ-
ঋণ (পুত্রাদি উৎপাদনে অনুদায় বিশিষ্ট) ব-
লিয়া নিবারণ করিতেছেন, ও কেবল লৌকিক
নেত্রসুখার্থ বিকল্পিত করিতেছেন, কিন্তু বিজ্ঞের
রূপ যে কোন সদুপদেশ তাহা আপনা কর্ত্তৃক
আমি কিছুই প্রাপ্ত হইতেছি না ॥ ৯৪ ॥

যে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য অপরোক্ষরূপে আমার
উপলব্ধি হইতেছে, সেই যে ধর্ম্ম তাহাতেই আ-
পনাকে অখিল জগতের প্রীতিভাজন করেন। ৯৫ ॥

একারণ হে পিতঃ! মদ্‌বাক্য শ্রবণ করুন,
এই যে অনিত্য জীবাধার তাহাতে যে জীবৎমান

খলু জীবিতং। গর্ভবাসে মহদ্দুঃখং সন্তপ্তোমরণং প্রতি॥ ৯৬॥

আভাস।

শুকদেব মহাশয়ের এবম্প্রকার বিবেক বাক্য শ্রবণে বেদব্যাস মহাশয় অপত্য স্নেহে অভিভূত হইয়া পুনর্ব্বার কহিতেছেন।

ব্যাস উবাচ।

প্রবাসে বহবো দোষা দুর্ব্বুদ্ধে শৃণু পুত্রক। শীতোষ্ণ ক্ষুৎ পিপাসার্ত্ত ভিক্ষালভঃ কুভোজনং॥ ৯৭॥

থাকা তাহাও অস্থিরতা প্রযুক্ত অত্যর্থ অস্বাস্থ্যজনক, এবং গর্ব্ভবাসেও উৎকট কষ্ট, অপর মরণেও দুঃসহ দুর্দশাগ্রস্ত অতএব যদি জীবগণের সর্ব্বকালই এইরূপ হইল অর্থাৎ পরমার্থাবলম্বন বিনা যখন সমুদায় সংসার সঙ্কট সাগর সংসিদ্ধ হইল তখন আমার ইষ্টসাধনে বনগমনে নিবারণে আপনি কেন অতুষ্টমনে কষ্ট পান॥ ৯৬॥

বেদব্যাস কহিতেছেন। হে পুত্র। হে সংসার সুখানভিজ্ঞ দুর্বুদ্ধে। আমার প্রবোধনী বাণী শ্র-

অগ্নিহোত্রী ভবেৎ পুত্র পঞ্চ য-
জ্ঞাশ্রিতঃ সদা। ঋতুকালাভিগামী চ
স্থানং প্রাপ্নোতি শাশ্বতং॥ ৯৮॥

অগ্নিহোত্রং বিনা পুত্র স্বর্গ নৈবচ
কশ্চন। অগ্নিহোত্রং প্রযত্নেন পাল-
য়াত্র মহামুনে॥ ৯৯॥

বণ কর। সংসারধর্ম্ম নাশে সন্ন্যাসে দেশে দেশে প্রবাসে যে কি পরিমেয় ক্লেশ এবং শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা তৃষ্ণাদি ক্লান্ত প্রযুক্ত ভিক্ষাটনে যথালব্ধ ভোজনে যে কি পর্য্যন্ত যন্ত্রণা তাহা বক্তব্য নহে॥ ৯৭॥

এ কারণ হে পুত্র! শ্রুত্যুক্ত অগ্নিহোত্রাদি যাগে দীক্ষিত হও এবং স্মৃত্যুক্ত পঞ্চ যজ্ঞাদিকে সর্ব্বদা আশ্রয় কর ও পুত্রাদি উৎপত্তি হেতু যে স্বদার তাহাতে শাস্ত্রসম্মত অনুরাগী হও তাহা হইলে নিত্যস্থানরূপ যে অমরালয় তাহা অনায়াসে প্রাপ্ত হইবে॥ ৯৮॥

হে পুত্র! অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে স্বর্গসম্ভোগ কোনরূপেই সম্ভব নহে, অত-

আভাস।

বেদব্যাস মহাশয়ের ধর্ম্মাদি বিঘ্নরূপ (৪) প্র-বৃত্তিমার্গে শুকদেব মহাশয় প্রদোষ দর্শাইতে-ছেন।

শুক উবাচ।

অগ্নিনা পুনরাবৃত্তিঃ কাষ্ঠং সংসার বন্ধনং। অশাশ্বতমনিত্যঞ্চ তস্মাদগ্নিরকারণং॥ ১০০॥

এর হে মহামুনে! যত্নপূর্ব্বক অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া পরিপালন কর॥ ৯৯॥

শুকদেব কহিতেছেন। অগ্নিসাধ্য কার্য্যাদি

(৪) ধর্ম্মবিঘ্ন জ্ঞানবিঘ্ন এবং ভোগবিঘ্ন এতদ্ভিন্ন ত্রয় যোগমার্গে অর্থাৎ পরব্রহ্মের স্বরূপ প্রাপ্ত্যুপায়ে নিরূপিত আছে, তন্মধ্যে ভোগবিঘ্ন পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। যজ্ঞ ব্রত নিয়মাদি বিধিবদনুষ্ঠানে যে আবদ্ধ হওয়া, তাহার নাম ধর্ম্ম বিঘ্ন এবং যুক্তাভ্যাস ব্যতিরেকে কেবল দৈহিক সংস্কারাদি ও নানা শাস্ত্রীয় বিচারাদিতে যে অবরোধ হ-ওয়া তাহার নাম জ্ঞানবিঘ্ন।

ইহার বিস্তার শিব সংহিতার পঞ্চম পটলারম্ভ পাঠে প্রাপ্ত হইবেক।

অগ্নিহোত্র ক্রিয়া কর্ম্ম রাক্ষসানাং গৃহে গৃহে। ব্রহ্মচর্য্যং তপোমৌনং তেষাঞ্চৈব ন বিদ্যতে॥ ১০১॥

যূপং কৃত্বা পশুং হৃত্বা কৃত্বা রুধির কর্দ্দমং। যদেবং গম্যতে স্বর্গো নরকং কেন গম্যতে॥ ১০২॥

সমস্ত পুনর্ভব বিধায়ে অপরাবৃত্তি এবং কাম্যসাধ্য কর্ম্মাদি সমস্ত কামনাবিশিষ্ট হেতুক সংসারবন্ধনের কারণ, অতএব অস্থায়ী অনিত্য যে সমস্ত অশ্ব্যাদি তাহা নিতান্ত নিরর্থক জানিবেন॥ ১০০॥

অপিচ অগ্নিহোত্রাদি প্রভৃতি কাম্যকর্ম্মাদির যে অনুষ্ঠান, তাহা হিংস্র রাক্ষসাদিরও গৃহে গৃহে দীপ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য তপ মৌনাদি প্রভৃতি ব্রহ্মসাধিকা যে যোগযজ্ঞাদি, তাহা তাহাদিগের স্বপ্নেও অনুভূত নহে॥ ১০১॥

যূপ (যজ্ঞীয় পশু বন্ধন কাষ্ঠ) নির্ম্মাণ করিয়া পশুবধ করিয়া এবং রুধির দ্বারা কর্দ্দমাদি করিয়া যদি সকলে স্বর্গগামী হইল, তাহা হইলে আর নিরয়গামী কে?॥ ১০২॥

সত্যং যূপস্তপোহগ্নিশ্চ প্রাণশ্চ স-
মিধো মম। অহিংসা পরমো ধর্ম্মো
এব ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ১০৩ ॥

প্রাণা যথাত্মনোভীষ্টা ভূতানামপি-
তে তথা। আত্মৌপম্যেন ভূতানাং দ-
য়াং কুর্ব্বন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১০৪ ॥

যে ধর্ম্মে সত্যই হইয়াছে যূপ, এবং তপ-
স্যাই হইয়াছে অগ্নি ও প্রাণাদিবর্গই হইয়াছে স-
মিধ (হোমকাষ্ঠ) এমন যে সেই হিংসাহীন পরম
ধর্ম্ম তাহাকেই গুণাতীত সনাতন ধর্ম্ম কহা
যায় ॥ ১০৩ ॥

যেরূপ আপনার প্রাণ ইষ্ট হয়, সেইরূপ সক-
ল জীবের প্রাণও ইষ্ট হয়, একারণ জ্ঞানীগণ আ-
ত্ম উপমা ক্রমে সকল জীবকেই দয়া করিয়া থা-
কেন ॥ ১০৪ ॥

আভাস।

ইদানীং বেদব্যাস মহাশয় গত্যন্তর না দেখি-
য়া গৃহাশ্রমের প্রতিষ্ঠা প্রতীত করিতেছেন।

ব্যাস উবাচ।

সর্ব্বেষামাশ্রয়ো ধর্ম্মো গৃহাশ্রমবতাং সদা। গৃহমাশ্রিত্য যৎকর্ম্ম ক্রিয়তে ধর্ম্মসাধনং ॥ ১০৫ ॥

মাতুস্তন্যং যথা পীত্বা সর্ব্বে জীবন্তি জন্তবঃ। তথা গৃহিণমাশ্রিত্য সর্ব্বে জীবন্তি নির্ণয়ঃ ॥ ১০৬ ॥

যথা নদী নদাঃ সর্ব্বে সাগরং যান্তি

বেদব্যাস কহিতেছেন। গৃহাশ্রমী ব্যক্তিগণের সর্ব্বদা যে গৃহাশ্রয় সেই হইয়াছে মুখ্য ধর্ম্ম, যে হেতুক গৃহকে আশ্রয় করিয়া যে যে কর্ম্মাকৃত হয়, সেই সেই কর্ম্মেই ধর্ম্ম সাধিত হয় ॥ ১০৫ ॥

যদ্রূপ মাতৃস্তন বিনিঃসৃত দুগ্ধাদি পান করিয়া জীব জন্ত্বাদি জীবন ধারণ করে, তদ্রূপ গৃহাশ্রমকে আশ্রয় করিয়া সকলেই জীবন ধারণ করে ইহা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ১০৬ ॥

যাদৃক্ যাবতীয় নদনদ্যাদির জলরাশি জলধি মধ্যে নিশ্চয় প্রবেশ করে, তাদৃক্ সমুদায় আশ্রমী

নিশ্চয়ং। তথৈবাশ্রমিনঃ সর্ব্বে আশ্র-
য়ন্তি গৃহাশ্রমং ॥ ১০৭ ॥

গৃহস্থাঃ সর্ব্বতোবন্দ্যা আনন্ত্যা সর্ব্ব-
ভিক্ষুকাঃ। জীবন্ত্যাশ্রমিনো যস্মাত্ত-
স্মাৎ শ্রেয়ান্ গৃহাশ্রমাঃ ॥ ১০৮ ॥

গণ স্ব স্ব শরীর রক্ষার্থ নিশ্চয় গৃহাশ্রমকে আশ্রয়
করে ॥ ১০৭ ॥

সম্যক্ প্রকারে বন্দনীয় যে গৃহাশ্রম এবং অ-
নবস্থিত অপরিমেয় যে ভিক্ষুকাশ্রম এতদুভয়াশ্রম
মধ্যে যে আশ্রম সম্বন্ধে সর্ব্বাশ্রমীর জীবন রক্ষা
হয়, সেই শ্রেষ্ঠাশ্রম, অর্থাৎ গৃহাশ্রম সম্পর্কেই স-
কল আশ্রমীর সেবা সম্পাদিত হয়, এই হেতুক্
প্রাজ্ঞবরেরা গৃহাশ্রমকেই প্রধান করিয়া কহিয়া-
ছেন ॥ ১০৮ ॥

আভাস।

বিজ্ঞানপাদ পুত্র ভগবান্ শুকদেব গোস্বামী
স্বকীয় পিতার ইত্যুক্তি শ্রবণে, স্বধর্ম্ম সহ সংসার-
ধর্ম্মের সাদৃশ্য দর্শাইতেছেন।

শুকউবাচ।

মেরু সর্ষপয়োর্যদ্বৎ সূর্য্য খদ্যোতয়োরিব। সরিৎ সাগরয়োর্যদ্বৎ তথা ভিক্ষু গৃহস্থয়োঃ ॥ ১০৯ ॥

যদা শূদ্রোভবেদ্দাতা প্রতিগ্রাহী চ ব্রাহ্মণঃ। ন তত্র দান মাত্রেণ শ্রেষ্ঠঃ শূদ্রো বিধীয়তে ॥ ১১০ ॥

শুকদেব কহিতেছেন। সুমেরু পর্ব্বত সন্নিহিত সর্ষপ যাদৃশ দীপ্তিমান্ এবং সূর্য্য সন্নিহিত খদ্যোত যাদৃশ প্রভাবান্ ও সরিৎপতি সন্নিহিত সরিতাদি যাদৃশ শোভমান্ তাদৃশ ভিক্ষুকাশ্রমীগণ সন্নিহিত গৃহীগণ প্রকাশ পান ॥ ১০৯ ॥

যে স্থলে শূদ্র দানকর্ত্তা এবং দ্বিজাতি প্রতিগ্রহণ কর্ত্তা হয়, সে স্থলে কি শূদ্রদান মাত্র কার্য্য দ্বারা দ্বিজ বা দ্বিজশ্রেষ্ঠ পদবী পদারূঢ় হয়? অর্থাৎ তাহা যেমন কদাচ সম্ভবপর নহে, সেইরূপ গৃহাশ্রমীগণ সন্ন্যাসাশ্রমীগণের আশ্রয়নীয় সত্ত্বেও কদাচ শ্লাঘনীয় নহে ॥ ১১০ ॥

আভাস।

ভগবান্ বেদব্যাস নিজ পুত্রের প্রকৃতি প্রকৃতিস্থ করণে কোন প্রকারে না পারিয়া পুনরপি পুত্রাদি প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া কহিতেছেন।

ব্যাসউবাচ।

অপুত্রস্য গতির্নাস্তি স্বর্গে নৈবেহ পুত্রক। পুত্রমুৎপাদনং কৃত্বা পশ্চাদ্ধর্ম্মং চরিষ্যসি॥ ১১১॥

পুত্রেণ চ ভবেৎ স্বর্গঃ কুলং পুত্রেণ বর্দ্ধতে। যশঃকীর্ত্তিশ্চ পুত্রেণ পুত্র উৎপাদ্যতাং সুত॥ ১১২॥

বেদব্যাস কহিতেছেন। হে পুত্র। অপুত্রক ব্যক্তির গতি ইহ ও স্বর্গ লোকাদি মধ্যে কোন লোকেই নাই একারণ কহিতেছি আদৌ পুত্রাদি উৎপাদন করিয়া পশ্চাৎ ধর্ম্ম সাধন কর॥ ১১১॥

পুত্র দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্তি হয়, এবং পুত্র দ্বারা কুল বৃদ্ধি হইয়া বংশ রক্ষা হয়, অপর পুত্র দ্বারা যশ কীর্ত্ত্যাদি সম্পত্তি লাভ হয়, অতএব হে পুত্র! প্রথমে পুত্র উৎপাদন বিষয়ে যত্নবান্ হও॥ ১১২॥

আভাস।

বিবেকী শ্রেষ্ঠ পরমাত্মনিষ্ঠ ভগবান্ শুকদেব গোস্বামি পিতৃ কথিত তত্ত্ব বিরুদ্ধ বাণী শ্রবণ করিয়া আত্মবিবেক বাণী দ্বারা তাহার বৈষম্য দেখাইতেছেন।

শুকউবাচ।

পুত্রেণ স্যাৎ যদা স্বর্গস্তদা ধর্ম্মো নিরর্থকঃ। যস্মিংশ্চ বহবঃ পুত্রা সোপি স্বর্গং গমিষ্যতি॥ ১১৩॥

শুকদেব কহিতেছেন। যদ্যপি এক পুত্ররূপ উপায় দ্বারা জীবগণের স্বর্গাদি সর্ব্বসাধন সিদ্ধ হইল তখন ধর্ম্মাদি অনুষ্ঠানে নিরর্থক বোধ করিতে হয়, কারণ যাহার বহুপুত্র বিদ্যমান সেই লোক স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে (৫)॥ ১১৩॥

(৫) ভোগের উৎকর্ষ বর্ণন হেতুক অত্র স্থলে স্বর্গকে পরম পুরুষার্থ কল্পনা করিয়াছেন, বস্তুতঃ স্বর্গ ভোগস্থান মাত্র অর্থাৎ পুণ্যাবসানে সকলকেই তথা হইতে পতন হইতে হয়, অতএব যাহারা এমত সামান্য সুখ সম্বল স্বর্গ

নাগী গোধী তথা শুনী কচ্ছপা বহু পুত্রিকাঃ। এতা যান্তি যদা স্বর্গং তদা ধর্ম্মো নিরর্থকঃ।। ১১৪।।

দংষ্ট্রী নখী তথা মৃষী লাঙ্গলী বহু পুত্রিকাঃ। এতা যান্তি যদা স্বর্গং তদা ধর্ম্মো নিরর্থকঃ।। ১১৫।।

ন স্বর্গং তাত পুত্রেণ ন যশো নৈব

যদি এমত হইল, তাহা হইলে সর্পিণী কুক্কুরী কচ্ছপী গোধিকা ইহারাও তো বহুপুত্রিকা, ইহাদিগেরও স্বর্গ প্রাপ্তি হয়? তবে তো ধর্ম্মাদি পদার্থ নিরর্থক।। ১১৪।।

দন্তবিশিষ্ট শূকরাদি এবং নখবিশিষ্ট ভল্লূকাদি ও লাঙ্গুলবিশিষ্ট ইন্দুরাদি ইহারা যদি বহুপুত্রাদি বিশিষ্টা হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হইল, তবে তো ধর্ম্মাদি পদার্থ নিরর্থক স্বীকার করিতে হয়।। ১১৫।।

অতএব হে তাত! পুত্র দ্বারা স্বর্গ যশ এবং

সম্ভোগে সমর্থ নহে, তাহাদিগের মুক্তির কথা উল্লেখ করা অনর্থক বিবেচনায় শুকদেব মহাশয় এখানে কেবল স্বর্গ ই উল্লেখ করিয়াছেন।

পৌরুষং। পুত্রোৎপত্তৌ চ নিয়তং লোকা যান্তি যমালয়ং ॥ ১১৬ ॥

অশাশ্বতো গৃহারম্ভো দুঃখং সংসার বন্ধনং। জীবনো পরতা মূঢ়া বিমূঢ়া গৃহমেধিনঃ ॥ ১১৭ ॥

পুরুষত্বাদির কোন সম্ভাবনা নাই, যে হেতুক পুত্র উৎপত্তি হইলেও জনগণে নিরন্তর যমালয়কে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১১৬ ॥

গৃহাদি ব্যাপারে যে অনুরক্ত হওয়া তাহা অনিত্যতা প্রযুক্ত নিতান্ত ব্যর্থ, এবং সংসার শৃ-ঙ্খলে যে আবদ্ধ হওয়া সেই নিরতিশয় দুঃখ, অপর জীবন পরতা অর্থাৎ যাহারা আপনাকে সর্ব্বাপে-ক্ষা প্রিয়জ্ঞান করিয়া কেবল শরীরাদির সেবায় নি-য়ত রহে, তাহারা মূঢ়, আর যাহারা স্ত্রী পুত্র গৃহা-দি অভিমানাস্পদে আরূঢ় হইয়া আপনাকে কৃত-কৃতার্থ বোধ করে, তাহারা বিমূঢ় অর্থাৎ অত্যন্ত মূঢ ॥ ১১৭ ॥

আভাস।

ধনপ্রাণাদি যে ক্ষণধ্বংসী তাহা অধুনা শুকদেব মহাশয় বিস্তার ক্রমে কহিতেছেন।

অর্থাঃ পাদরজোপমা গিরি নদী বেগোপমং যৌবনং। মানুষ্যং জলবিন্দু লোল চপলং ফেণোপমং জীবনং॥ ধর্ম্মং যো ন করোতি নিশ্চলমতিঃ স্বর্গার্গলং যাতনং। পশ্চাত্তাপ হতো জ্বরা পরিগতঃ শোকাগ্নিনা দহ্যতে॥১১৮॥

এই নশ্বর সংসারে অর্থ সকল পদরেণু প্রায় অস্থায়ী, এবং যৌবন পর্ব্বত হইতে পতিত যে নদী তাহার বেগের ন্যায় অত্যল্পকাল স্থায়ী, আর মনুষ্যত্ব অর্থাৎ কুটুম্বত্বাদি প্রভৃতি লৌকিক ব্যাপারে যে আনন্দ প্রাপ্তি, তাহাও চঞ্চল জলকণাবৎ ক্ষণমাত্র স্থায়ী, এবং জীবন নদী ফেণ সদৃশ ক্ষণভঙ্গুর, অতএব এতাদৃশ অপার ভবসাগর মধ্যে অবস্থিত হইয়া যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে আত্মধর্ম্মযোগে বুদ্ধি যোগ না করে সে স্বয়ং স্বর্গের প্রতিরোধক খিল স্বরূপ হইয়া কেবল যাতনাকে প্রাপ্ত হয়, ও পশ্চাৎ শোকে হতাশ হইয়া এবং জ্বরা কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া মনঃ পীড়ারূপ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়॥ ১১৮॥

আদিত্যস্য গতাগতৈরহরহঃ সংক্ষীয়তে জীবিতং, ব্যাপারৈর্বহুকার্য্য কারণ শতৈঃ কালোপি ন জ্ঞায়তে। দৃষ্ট্বা জন্ম জরা বিয়োগ মরণং ত্রাসশ্চ নোৎপদ্যতে, পীত্বা মোহময়ীং প্রমোদ মদিরা মুন্মত্ত ভূতং জগৎ ॥ ১১৯ ॥

অজ্ঞানেনাবৃতা লোকা মোহেনাপি

সূর্য্যের গমনাগমন দ্বারা প্রতিদিন পরমায়ুঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, এবং নানারূপ শত শত কার্য্য কারণ ব্যাপারে যে কাল বিগত হইতেছে, তাহা জ্ঞাত হইতেছে না, অপর জন্ম জরা বিরহ মরণাদি প্রত্যক্ষীভূত সত্ত্বেও কোন প্রাণীর কিঞ্চিন্মাত্র শঙ্কা উপস্থিত হইতেছে না, অতএব আমি দেখিতেছি যে মোহময়ী প্রমোদ মদিরা পান করিয়া এককালীন সমস্ত জগৎ উন্মত্ত প্রায় হইয়াছে ॥ ১১৯ ॥

যে সকল লোক অজ্ঞান দ্বারা আবৃত, এবং মোহ দ্বারা বশীভূত, ও বিবিধ সাংসারিক সংযোগ

বশীকৃতাঃ। সংযোগৈর্বহুভির্বদ্ধাঃ স্তে প্রযান্ত্যধমাং গতিং ॥ ১২০ ॥

একস্য নহি জন্মার্থে শত জন্মানি বিভ্রুনঃ। শতজন্ম কৃতং পাপং শুদ্ধত্যেকেন জন্মনা ॥ ১২১ ॥

দ্বারা দৃঢ় বদ্ধ হয়, তাহারা নিশ্চয় অধমা গতিকে প্রাপ্ত হয় ॥ ১২০ ॥

যে হেতুক একজন্মকৃত যে কর্ম্মসূত্র তাহা শত জন্মগত হইলেও নিবৃত্ত হয় না, কিন্তু শতজন্মাগত যে পাপ তাহা এক জন্ম দ্বারা ক্ষয় হয় অর্থাৎ অজ্ঞান হেতুক কর্ম্ম দ্বারা এক জন্মে শত শত জন্ম আকর্ষিত হয় এবং বিবেক হেতুক জ্ঞান দ্বারা শত শত জন্মার্জ্জিত পাপরাশি এক জন্মে বিদগ্ধ হইয়া মুক্ত হয় ॥ ১২১ ॥

আভাস।

সর্ব্বাত্মদর্শী শুকদেব মহাশয়ের মায়া শূন্য এতাবৎ বচন শ্রবণে বেদব্যাস মহাশয় বাসনাকুলিতচিত্তে ব্যাকুল হইয়া পুনরপি বিলাপ বাক্যে ব্যক্ত করিতেছেন।

ব্যাসউবাচ।

মনোরথ শতৈর্বৎস চিন্তিতং শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিনা। আশাপাশ নিবদ্ধেন সন্ততির্মে ভবিষ্যতি ॥ ১২২ ॥

আভাস।

মহর্ষি বৈয়াসকি আত্মবিঘ্ন জনক পিতৃ আশা সকল করণে একান্ত অসমর্থ হইয়া, শেষ বৈরাগ্য যুক্ত সূক্ষ্ম অবিকৃত বিবেক বাক্যাস্ত্র দ্বারা, তাঁহার পুত্র প্রাপ্তিরূপ আশাপাশ ছেদ করিতেছেন।

শুকউবাচ।

সংসারা বিবিধা ঘোরা ময়া কৃতা

বেদব্যাস কহিতেছেন। হে বৎস! আমি শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি ধারণ করিয়া এবং আশারূপ রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ হইয়া শত শত মনোরথ দ্বারা চিন্তা করিয়াছিলাম, যে তুমি আমার পুত্রভাবে সংসার ধর্ম্মে অবস্থিত হইবে॥ ১২২॥

শুকদেব কহিতেছেন। নানা প্রকার ভয়জনক এই যে সংসার তাহা আমা কর্ত্তৃক সহস্র সহস্রবার

সহস্রশঃ। এক এবম্বিধো যোগো যষ্ট-
ব্যো নিশ্চলীকৃতঃ॥ ১২৩॥

এবং নিরাকৃতো ব্যাসঃ শুকেনাপি
মহাত্মনা। মোহবাতং পরিত্যজ্য গতো
ব্রহ্মালয়ং ততঃ॥ ১২৪॥

যঃ পঠেৎ স্বশুচির্ভূত্বা স্নাতা শ্রদ্ধা
সমন্বিতঃ। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ স
যাতি পরমাং গতিং॥ ১২৫॥

দৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু এবম্বিধ অনির্ব্বচনীয় যে এক
যোগ তাহা আমাকর্ত্তৃক কখন সেবিত হয় নাই,
অতএব অধুনা আমি নির্ব্বিকল্পরূপে সেই অব্যয়
যোগ সাধনে অধ্যাসীন হইলাম, যদ্দ্বারা অচলা-
গতিরূপ যে মুক্তি তাহা অনায়াসে লাভ করিয়া
ব্রহ্মভাবে অবস্থিত হইব॥ ১২৩॥

এইরূপ মহাত্মা শুকদেব গোস্বামি কর্ত্তৃক বেদ-
ব্যাস মহাশয় পরাভূত হইয়া পুত্র পরিগ্রহরূপ যে
মোহ বায়ু, তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে
গমন করিলেন॥ ১২৪॥

যে ব্যক্তি একাগ্র শ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রযতচিত্ত হ-

ইতি যোগোপনিষৎ সংহিতায়াং শুক ব্যাসোত্তরং রম্ভায়াঃ সম্বাদ প্রশ্ন সমাপ্তং ॥

ইহা স্নানানন্তর পাঠ করে সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরমাগতিকে প্রাপ্ত হয় ॥ ১২৫ ॥

ইতি যোগপনিষৎ নাম সংহিতাতে শুকদেব বেদব্যাসের উক্তি প্রত্যুক্তি ও রম্ভা শুকদেবের প্রশ্নোত্তর ভাষা সমাপ্ত ॥

সমাপ্তাশ্চায়ং গ্রন্থঃ ।